

ট্রিলির ওপর ছটফট করতে করতে মৃত্যু ২৬ বছরের যুবকের

শহরের চার হাসপাতালের কাছে রিপোর্ট চাইল স্বাস্থ্য ভবন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জানুয়ারিঃ একটি নয়, দুটি নয়, চার চারটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ২৬ বছরের যুবক মেঘনাদ চন্দ্রকে। তারপরও বাঁচানো যায়নি তাঁকে। বেঁচে ফেরা তো দূরের কথা সামান্য চিকিৎসাও মেলেনি বলে অভিযোগ তোলা হয়েছে পরিবারের তরফে। শহরের চার সরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে ওই যুবকের মৃত্যু। এবার সেই হাসপাতালের কাছে রিপোর্ট তলব করল স্বাস্থ্য দফতর। এম আর বাবু, এসএসকেএম, ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ ও এনআরএসের কাছে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। প্রথম তিনটি হাসপাতাল থেকে রেফার করা হয়েছিল ওই রোগীকে। আর মৃত্যু হয় এনআরএস বা নীলরতন সরকার হাসপাতালে। ওই সব হাসপাতালের এমার্জেন্সি টিকিটে কাদের সই রয়েছে? কারা রেফার করেছেন? কেন রেফার করা হল? তা, জানতে চাইল স্বাস্থ্য ভবন। প্রথম তিন হাসপাতালের চিকিৎসকেরা কেন বুঝতে পারলেন না মেঘনাদের কী হয়েছে? সেই প্রশ্নের উত্তর চাওয়া হয়েছে। অভিযোগ মূলত দুটি। এক, এম আর বাবু, এসএসকেএম, ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে কেন ওই রোগীর চিকিৎসা মিলল না? আর দ্বিতীয় প্রশ্ন উঠছে এনআরএসের ভূমিকা নিয়ে। এনআরএসের টিক কী হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখতে চায় স্বাস্থ্য ভবন। যদিও এই ঘটনার তদন্তে ইতিমধ্যেই একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে এনআরএসে। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে। চন্নিগঞ্জের



বাসিন্দা মেঘনাদ চন্দ্র বাহিক থেকে পড়ে গিয়ে পায়ের আঘাত পান মেঘনাবর সন্ধ্যায়। যন্ত্রণা বাড়লে তাঁকে প্রথমে এর বাঙুরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে এসএসকেএম, তারপর ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ, তারপর এনআরএসে নিয়ে যাওয়া হয়। ভোর তখন ৫টা ৪০। এমার্জেন্সিতে নিয়ে যাওয়া হলে প্রথমে অস্ত্রবিভাগে দেখানো হয়। চিকিৎসকেরা জানিয়ে দেন হাড়ের কোনও সমস্যা নেই। জেনারেল সার্জারি বিভাগে পাঠানো হয় তাঁকে। সাদে ৬টা এমার্জেন্সির সামনে ট্রিলির ওপর শোয়ানো ছিল মেঘনাদকে। জেনারেল সার্জারি বিভাগে তখন কোনও চিকিৎসক ছিলেন না। ঘটনাস্থানেকের মধ্যেই তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে ও মৃত্যু হয়। এই ঘটনা শহরের গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতালগুলির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

‘সিএএ নিয়ে ভুল বার্তা দিচ্ছে তৃণমূল’, বললেন মিঠুন-সুকান্ত

দুরন্ত বার্তা, বাসন্তী, ১৮ জানুয়ারিঃ পঞ্চায়েত ভোটের আগেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দেখা যাচ্ছে মিঠুন চক্রবর্তীকে। বিজেপি-র বিভিন্ন জনসভায় অংশ নিচ্ছেন তিনি। সেই সব জনসভা থেকে স্বতাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে দিচ্ছে বিভিন্ন বাংলা সিনেমার জনপ্রিয় ডায়ালগ। বুধবার সেই দৃশ্য দেখা গেল দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীতে। সেখানে বিজেপির জনসভায় যোগ দিয়েছিলেন মিঠুন চক্রবর্তী। সেই জনসভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারও। এক দলীয় কর্মীর বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজ সারেন তারা। মেনুতে ভল, ভাত, মাছ ছাড়াও ছিল চটনি, মিষ্টি। মিঠুন জনসভায় বক্তব্য রাখতে উঠতেই ভেসে আসে ডায়ালগ বলার অনুরোধ। একাধিক ডায়ালগ বলার জন্য মিঠুনকে অনুরোধ করেন ওই জনসভায় উপস্থিতরা। যদিও মিঠুন একাধিক ডায়ালগ বলতে এ দিন রাজি হননি। তিনি প্রথম থেকেই বলেন, “একটি ডায়ালগই বলব।” সেই ডায়ালগ বললে, আর কিছু বলার দরকার হবে না। এর পরই মিঠুন বলেন, “নাম তুফান।” এই দুটি শব্দ উচ্চারণের পরই উপস্থিত জনতার হাততালিতে মুখরিত হয় জনসভা। সেই হাততালির বেশ শেষ হতেই মিঠুন ফের শুরু করেন বলেন, “নাম তুফান। বছরে এক আধবার আসি। যখন আসি তখন



প্রলয় ঘট। আর যখন যাই তখন সবাই তাঁর অস্তিত্ব খুঁজে বেরায়।” ‘তুফান’ মিঠুন চক্রবর্তী অভিনীত জনপ্রিয় বাংলা সিনেমা। এই ছবিতে মিঠুনের সুকান্ত মজুমদারের বাড়ি থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীর শীর্ষে পৌঁছেছিল। সেই ছবির ডায়ালগই বুধবার বাসন্তীতে বলেছেন মিঠুন। ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের আগে কলকাতা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে বিজেপি-তে যোগ দেন মিঠুন। সে দিনই তার মুখে শোনা গিয়েছিল জনপ্রিয় ডায়ালগ। নিজেই ‘জাত গোখরো’ বলে অভিহিত করেছিলেন তিনি। যদিও ‘গোখরোর ছোবল’ ঘাসফুল জমানার অবসান ঘটাতে পারেনি। কিন্তু আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটেই মিঠুনকে মুখ করে লড়তে চাইছে বিজেপি। সেই ভোটে মিঠুন কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারেন, তা উত্তর মিলবে ভবিষ্যতে। কিন্তু বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে পদ্মশিবিরের জনসভায় মিঠুনকে নিয়ে উচ্ছ্বাসে দেখা যায় পড়েনি, তা বুঝিয়ে দিচ্ছে মিঠুনকে কাছে পেয়ে ডায়ালগের আদার। সূত্রের খবর, রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে বিজেপি-কে নিয়ে যে ‘ভয়’ রয়েছে, তা কাটাতে এবার

সুপারিশপত্র একজনের, নিয়োগপত্র আর একজনের!

ভূগোল শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনে ‘অবাক’ বিচারপতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জানুয়ারিঃ অবৈধভাবে তালিকায় নাম সামনে আনার অভিযোগ উঠছে, সাদা খাতা জমা দিয়ে চাকরি পাওয়ার অভিযোগও উঠছে। তবে এবার সামনে এল আরও এক বিস্ময়কর অভিযোগ। এক শিক্ষক, যিনি গত তিন বছর ধরে চাকরি করছেন, তার নিয়োগ নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। এক চাকরি প্রার্থীর সুপারিশপত্র নকল করে ও আর এক চাকরি প্রার্থীর নিয়োগপত্র নকল করে তিনি চাকরি পেয়েছেন বলে অভিযোগ।



মুর্শিদাবাদের ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে ঠাা অভিযোগের তদন্তভার সিআইডি-কে দিতে চায় আদালত। সে কারণেই ডিআইজি সিআইডি-কে তলব করলেন বিচারপতি বিশুজিং বসু। বুধবার এই অভিযোগ শুনে কার্যত অবাক হয়ে যান তিনি। আরও এমন অভিযোগ আছে কি না, সেই আশঙ্কাও প্রকাশ করেন বিচারপতি। সোমা রায় নামে এক চাকরি প্রার্থী আরটিআই করে এই তথ্য জানতে পেরেছেন বলে দাবি করেন। এরপরই মামলা করেছেন তিনি। বুধবার বিচারপতি বসুর বেসে শুভানি ছিল সেই মামলার। মুর্শিদাবাদের গোথা ও আর হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক আশিস তিওয়ারি। অভিযোগ, তাঁরই স্কুলে চাকরি করেন তার ছেলে অনিমেষ তিওয়ারি। ভূগোলের শিক্ষক অনিমেষ ভূগোল বিষয়ে পরীক্ষাই দেননি বলে অভিযোগ। এদিন আদালতে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, মেথালিকারতাই নাম ছিল না অনিমেষের, কোনও সুপারিশও হয়নি তাঁর নামে। আসলে আতাউর রহমানের নামে সুপারিশ করা হয়েছিল বলে দাবি পর্ষদের। শুধু তাই নয়, অরবিন্দ মাইতি নামে আর এক চাকরি প্রার্থীর নিয়োগপত্র নকল করে চাকরি পেয়েছেন বলে অভিযোগ অনিমেষ তিওয়ারির বিরুদ্ধে। অভিযোগ শুনে বিচারপতি বিশুজিং বসু বলেন, “দেখে অবাক ছিলাম। এমন আর কত হয়েছে? হেড মাস্টার জানানো না, যাকে নিয়োগ করা হয়েছে তিনি তথ্য বিকৃত করছেন কি না? তাহলে ছাত্রদের ভবিষ্যত কী?” ২০১৬ সালের এসএলএসসি নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতির মামলায় ইতিমধ্যেই তদন্ত করছে সিবিআই। তাই বিচারপতি বিশুজিং বসু চান, এই মামলার তদন্ত করুক সিআইডি। বৃহস্পতিবার ডিআইজি সিআইডি আদালতে গিয়ে জানানবেন তাঁর এই ঘটনার তদন্ত করবেন কি না।

‘রাজনীতি আমার পেশা নয়, রাজনীতি হল আমার প্যাশন’

শিলং, ১৮ জানুয়ারিঃ বাংলার বাইরে ঘাসফুলের ছাপ ফেলতে সক্রিয় তৃণমূল। আর রাজ্যের বাইরে তৃণমূলের ভোট বাড়তে প্রথমেই তৃণমূলের নজর পড়েছে উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে। তার মধ্যে অবশ্যই নাম রয়েছে ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের। বুধবার একদিকে জাতীয় নির্বাচন কমিশন উত্তর-পূর্বের তিন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের নির্ধৃত প্রকাশ করেছে। অন্যদিকে সেই সময় মেঘালয়ের তুরাতে সভা করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সভা থেকে স্থানীয় আবেগে জোর দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যেহের দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে একমাত্র বিকল্প হল তৃণমূল। এর পাশাপাশি তিনি নাম না করে অসমের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকেও আক্রমণ করেন।

মমতা এদিন সভায় দাঁড়িয়ে বললেন গুয়াহাটি থেকেই পরিচালিত হচ্ছে মেঘালয়। তিনি বলেছেন, “একজন নিজেকে উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রধানমন্ত্রী ভাবছেন। গুয়াহাটি থেকে তিনি এই অঞ্চল পরিচালনা করছেন।” তিনি তারপর প্রশ্ন তুলেছেন, “তাঁরা কেন জমি নিয়ে বিবাদের মীমাংসা করছে না।” এই প্রশ্নে মেঘালয়ের এনপিপি সরকারকে “প্রক্সি সরকার” আখ্যা দেন মমতা। তিনি বলেন, “এখানে প্রক্সি সরকার চলছে। রাজ্যে অধিকাংশ জায়গায় বিদ্যুৎ নেই।”

মমতা বলেছেন, “আমি আলিপুরদুয়ারের হাসিমারা থেকে এখানে হেলিকপ্টারে এসেছি। তাতে ৪৫ মিনিট সময় লেগেছে। অসম থেকে এলেও ৪৫ মিনিটই সময় লাগত। তাই এই সুবিধার জন্য বাংলার সঙ্গে মেঘালয়ের সরাসরি গেটওয়ে তৈরি করা উচিত। উত্তর-

পূর্ব অঞ্চলের জন্য গেটওয়ে হল কলকাতা।” প্রসঙ্গত, আগামী ২৭ নভেম্বর বিধানসভা নির্বাচন মেঘালয়ে। আর ফলাফল ঘোষণা ২ মার্চ। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, “মেঘালয়কে স্যালুট জানাই। এর পর যখন আসব, আপনাদের স্থানীয় ভাষা শিখে নেব। আপনারা আমাকে শিখিয়ে দেবেন।

পূর্ব অঞ্চলের জন্য গেটওয়ে হল কলকাতা।” প্রসঙ্গত, আগামী ২৭ নভেম্বর বিধানসভা নির্বাচন মেঘালয়ে। আর ফলাফল ঘোষণা ২ মার্চ। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, “মেঘালয়কে স্যালুট জানাই। এর পর যখন আসব, আপনাদের স্থানীয় ভাষা শিখে নেব। আপনারা আমাকে শিখিয়ে দেবেন।

নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে কী বলছেন নোবেলজয়ীরা? অমর্ত্য-বিনায়ককে প্রশ্নাবাণ বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জানুয়ারিঃ শিক্ষা সংক্রান্ত দুর্নীতি নিয়ে নোবেলজয়ীদের কি বক্তব্য? কৌতূহল প্রকাশ করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। বুধবার নিয়োগ সংক্রান্ত একটি মামলা চলাকালীন আচমকই এই প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি। আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেন তিনি। নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে গত কয়েক মাস ধরে চর্চা তুঙ্গে। আদালতে চলছে একগুচ্ছ মামলা। পুরোদমে তদন্তে নেমেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা সিবিআই ও এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। কেলস্কয়ার বিষয়টি সামনে আসার পর, বিশেষত প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় প্রেক্ষভার হওয়ার পর শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে। সেই আবহেই নোবেলজয়ীদের মতামত জানতে চাইলেন বিচারপতি। এদিন একটি মামলা চলাকালীন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, “নোবেল জয়ীরা স্কুলের নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে কি বলছেন? অমর্ত্য সেন রয়েছে,



যিনি প্রতীচী ট্রাস্ট গড়ে কাজ করছেন। রয়েছে আর এক নোবেলজয়ী অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়।” বিচারপতি আরও প্রশ্ন তোলেন, “স্কুলে নিয়োগ দুর্নীতিতে এই স্বীকৃত শিক্ষাবিদদের বক্তব্য কী? ওঁরা তো আরও অনেক বিষয়ে বলেন, তাই এটা নিয়েও কিছু বলেন কি না, সেটা জানতে চাইছিলাম।” এ ব্যাপারে অবশ্য সরাসরি কোনও মন্তব্য করেননি আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন। তিনি বলেন, “আমার মনে হয় অমর্ত্য সেনের পুরো বক্তব্যটা পড়লে বোঝা যাবে, যে ভাবে দেখানো হচ্ছে, তিনি সেইভাবে বলেননি। আমি পুরো লেখটা পড়েছি।” উল্লেখ্য, সম্প্রতি নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে দেশের রাজনৈতিক সমীকরণ নিয়ে মুখ খুলেছেন। তাঁর কথায়, তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেশের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ক্ষমতা থাকলেও, বিজেপির বিরুদ্ধে আমজনতার তৈরি হওয়া হতাশা নিজের দিকে টানতে পারেন কি না, সেটি এখনও তাকে প্রমাণ করতে হবে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ডিএমকে, তৃণমূল, সমাজবাদী পার্টির মতো আঞ্চলিক দলগুলির ভূমিকাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে বলে মনে করছেন তিনি।

‘৪ সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট চাই’, কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে চিঠি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জানুয়ারিঃ রিপোর্ট চেয়ে কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে চিঠি (মেল) দিল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। মানবাধিকার সংগঠনের ওপর হামলার যে অভিযোগ উঠেছিল হত বছরের শেষের দিকে, সেই ঘটনায় রিপোর্ট তলব করা হয়েছিল কলকাতা পুলিশের কাছে। কয়েক মাস কেটে যাওয়ার পরও সেই ঘটনার কোনও রিপোর্ট পাঠানো হয়নি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে। সে কারণেই এবার চিঠি দেওয়া হল। আগামী ৪ সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রিপোর্ট কেন দেওয়া হল না? চিঠিতে সেই প্রশ্নই করা হয়েছে পুলিশ কমিশনার বিনীত গোস্বালের কাছে। রিপোর্ট না পাঠালে ডেকে পাঠানো হবে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। গত বছরের ২১ সেপ্টেম্বর এবং ১৩ অক্টোবর কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিটে রাজ্যের এক মানবাধিকার সংগঠনের কর্মীরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন। সেই সময় ওই সংগঠন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে কেন্দ্রীয় অভিযোগ অভিযোগ উঠেছিল। রাজ্যের ওই সংগঠন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে কেন্দ্রীয় অভিযোগ অভিযোগ উঠেছিল, ভাঙত বিধানসভা কেন্দ্রে আইএসএফের প্রার্থী নওশাদ সিদ্দিকি জয়ী হওয়ার পর তৃণমূলের কর্মীরা আইএসএফ কর্মীদের ওপর অত্যাচার শুরু করে। মেের মাথা পর্যন্ত ফাটিয়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছিল মানবাধিকার কমিশনে।



মালবাকে তলব করেছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি তাঁকে দিল্লিতে হাজির হতে বলা হয়েছে। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের পর ভাঙতে আইএসএফ কর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগ ওঠে। আইএসএফ কর্মীদের মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় রাজ্য পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ করেছিল ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট বা আইএসএফ। এরপর মানবাধিকার কমিশনের দ্বারস্থ হয় তারা। সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতেই দিল্লিতে রাজ্য পুলিশের ডিভিশনকে তলব করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। অভিযোগ উঠেছিল, ভাঙত বিধানসভা কেন্দ্রে আইএসএফের প্রার্থী নওশাদ সিদ্দিকি জয়ী হওয়ার পর তৃণমূলের কর্মীরা আইএসএফ কর্মীদের ওপর অত্যাচার শুরু করে। মেের মাথা পর্যন্ত ফাটিয়ে দিয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছিল মানবাধিকার কমিশনে।



পজিটিভ পে সিস্টেম

চেক জালিয়াতি থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই সুবিধাটি যেসব অ্যাকাউন্ট হোল্ডাররা ₹50,000/- এর বেশি দেওয়ার জন্যে চেক ব্যবহার করছেন তাঁদের জন্যে।

আরো জানার জন্যে আপনার ব্যঙ্কের ব্রাঞ্চে যান অথবা আপনার ব্যঙ্কের ওয়েবসিটে লগইন করুন।

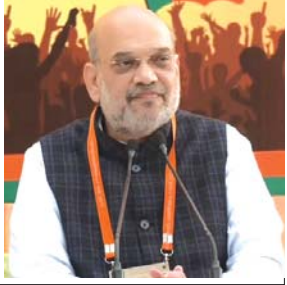


আরবিআই একথা বলে... জেনে রাখুন, সতর্ক থাকুন!

আরও জানার জন্য,
<https://rbikehtahai.rbi.org.in/positivepay>-এ যান
মতামত দেওয়ার জন্য, rbikehtahai@rbi.org.in-এ লিখুন

জনস্বার্থে প্রচার করছে
ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

শুধুমাত্র বিজেপিই গণতন্ত্রকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করেঃঅমিত শাহ



নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি ঃ দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলের মধ্যে শুধুমাত্র বিজেপিই সত্যিকার অর্থে গণতন্ত্রকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করে। মন্তব্য করলেন বিজেপি নেতা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহ। গত মঙ্গলবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে অমিত শাহ বলেছেন, দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলের মধ্যে বিজেপিই গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত দল। জনসম্মু প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখনও পর্যন্ত বিজেপিতে বৃথ থেকে জাতীয় সভাপতি পর্যন্ত নির্বাচন সব সময়ই দলীয় গঠনতন্ত্র মেনেই হয়েছেন।নতুন দিল্লির এনডিএমসি কনভেনশন সেন্টারে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, দলের সর্বভারতীয় সভাপতি হিসেবে নাড্ডাজির মেয়াদ ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে দলের সংগঠন বৃথ থেকে জাতীয় স্তর পর্যন্ত ‘সেবাই সংগঠন’ নীতিতে কাজ করেছে।

শূন্য পদে নিয়োগ-সহ বিভিন্ন দাবিতে ঐক্য মঞ্চের মিছিল

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি ঃ গত বুধবার কলকাতায় দশটি বিভিন্ন সংগঠনের ঐক্য মঞ্চ মিছিলে শামিল হয়। হাওড়া এবং শিয়ালদহ স্টেশন থেকে তাঁদের মিছিল বেরোয়। ধর্মতলায় দুটি মিছিল এলে সমাবেশ হয়।স্কুল ছাড়াও সরকারি বিভিন্ন পদে বেআইনিভাবে চাকরি পাওয়া থেকে শুরু করে শূন্য পদে নিয়োগ-সহ বিভিন্ন দাবিতে ঐক্য মঞ্চ এই মিছিলের ডাক দেয়। এই মঞ্চে গ্রেপ ডি-র বশিষ্ঠ প্রার্থীও রয়েছেন। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে নিয়োগ করতে হবে।প্রসঙ্গত, প্রাক্ষিক্ষক এবং স্কুল সার্টিস কমিশনে গ্রেপ ডি পদেও শিক্ষকের মতো বহু শিক্ষাকর্মী বেআইনিভাবে চাকরি পেয়েছেন বলে অভিযোগ। তা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা চলছে। যোগদানের চাকরির দাবিতে চলছে আন্দোলনও।

কলকাতায় গান রেকর্ড করলেন কুমার শানু

গণবাবু ডট।আই,কলকাতাঃ কলকাতার একটি স্টুডিওতে দুটি গান রেকর্ড করলেন মেলোডি কিং কুমার শানু। তার মধ্যে একটি গান হল একলা একা মনের সাথে। সহশিল্পী ছিলেন মেনোলাসি মুখার্জি। গানের কম্পোজিশন করেন পল্লব গৌতম। গত সোমবার এক অনুষ্ঠানে কুমার শানু নতুন শিল্পীদের সুযোগ দেওয়া প্রসঙ্গে বলেন, সন্তান্যনা আছে এমন শিল্পীদের আমি বরাবরই উৎসাহ দিয়ে থাকি। কিন্তু আমি সংগীত জীবনের শুরুতে শিল্পী উষা উথুপ ছাড়া কারোরই সাপোর্ট পাইনি। কোন মিউজিক ডিরেক্টর আমাকে সাহায্য করেনি।দ্বৈত সংগীতের ক্ষেত্রে সহশিল্পী হিসেবে আমি একজন মহিলাকে সাহায্য করতে পারি। অনেক হিপি ছবিতে আমার গান গাওয়া রয়েছে।গেগুলি কবে রিলিজ হবে আমার জানা নেই। আজকের গানগুলি মেলোডি রেখে গাওয়া হয়েছে। মেনোলাসি নতুন মেয়ে, ভাল গায়। গানের সুখ ভালো ছিলে হয়েছে। বয়কট বলিউড প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যারা এসব বলে মিথ্যে বলে। তবে পলিটিস্স সব জায়গায়ই থাকে বলে তিনি মনে করেন। গত সপ্তাহে অরিজি সিং এর সুরে কুমার শানু একটি হিদি গান গেয়েছেন। গায়ক গায়ককে দিয়ে গান করানোকে ভাল সাহিন বলে মনে করেন শানুনা। তিনি আরো জানান, ট্যালেন্টকে কখনো দাবিয়ে রাখা যায় না।কোন না কোন সময় সেটা ফুটে বেরোবে।নতুনদের আমি বরাবরই হেল্প করি। তাদের মধ্যে নিজের দক্ষতাযা,কেউ টিকে থাকে আবার কেউ তা পারে না।কম্পোজার পল্লব গৌতম জানান,শানুদাকে দিয়ে আরও ৩-৫টি গান গাওনোর কথা আছে।বস্তুত পল্লব এবং গৌতম দুজনে আবার মানুষ।কিন্তু তারা দুজনে তাদের সৃষ্টি এক নান্দেই প্রকাশ করে থাকেন।কোন সৃষ্টি যদি একজনের থেকে বেরিয়ে আসে তাহলেওএ প্রসঙ্গে গৌতম বলেন, কোন একটি কিছ্ সৃষ্টি প্রথমে একজনের থেকেই বের হয়।তারপর একে অপরদের মতোত আদান প্রদান করার পর চূড়ান্ত বিষয়টা তৈরি হয়।

সংসদ খেল মহাকুস্তের দ্বিতীয় পর্বের উদ্বোধন, প্রধানমন্ত্রী বললেন উপকৃত হবে যুবশক্তি

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি ঃ উত্তর প্রদেশের বাস্তি জেলায় সংসদ খেল মহাকু স্ত্র ২০২২-২৩-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃধবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে সংসদ খেল মহাকুস্তের দ্বিতীয় পর্বের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাস্তিতে জমকালো খেলা মহাকুস্তের আয়োজনে আমি আনন্দিত। এর ফলে স্থানীয় খেলায়াড়রা উড়ানোর সুযোগ পাবেন। আমাকে বলা হয়েছে, ভারতের প্রায় ২০০ জন সাংসদ নিজদের নির্বাচনী এলাকায় এই ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন।প্রধানমন্ত্রীর কথায়, আমি কাশীর সাংসদ। সেখানেও এই ধরনের ত্রীডা়া অনুষ্ঠানের



ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের খেলা মহাকুস্তের আয়োজন করা হচ্ছে। সাংসদরা নতুন প্রজন্মের ভবিষ্যত গড়তে কাজ করছেন।প্রধানমন্ত্রী এদিন আরও বলেছেন, সংসদ খেল মহাকুস্তে ভাল প্রদর্শন করা তরুণ

ক্রীড়াবিদদের স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আরও ভাল প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত করা হচ্ছে। এতে দেশের যুবশক্তি উপকৃত হবে। এই মহাকুস্তে ৪০ হাজারের বেশি যুবক অংশ নিচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, সংসদ খেল মহাকুস্তের

আরেকটি বিশেষত্ব হল আমাদের মেয়েরা এতে বিপুল সংখ্যক অংশগ্রহণ করছে। আমি আত্মবিশ্বাসী যে বাস্তি, পূর্বাচল, উত্তর প্রদেশ এবং দেশের মেয়েরা একইভাবে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করবেন। কুস্তি, কাবাডি, খো খো, বাস্কেটবল, ফুটবল, হকি, দাবা, ব্যাডমিন্টন এবং টেবিল টেনিসের মতো আন্তর্জাতী় এবং বহিরদুন, উভয় খেলায় বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে খেলা মহাকুস্ত। এগুলি ছাড়াও, খেলা মহাকুস্তের সময় প্রবন্ধ রচনা, চিত্রাঙ্কন এবং রঙ্গোলি তৈরির প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়। ২০২১ সাল থেকে বাস্তির লোকসভা সাংসদ হরিশ ধিবেলি বাস্তি জেলায় সংসদ খেল মহাকুস্তের আয়োজন করছেন।

ত্রিপুরার আগরতলায় ১০০ শয্যার ইএসআইসি হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী ভূপিন্দর যাদব

নয়াদিল্লি,১৮ জানুয়ারিঃত্রিপুরায় ১০০ শয্যার কর্মচারী রাজ্য বিমা নিগম (ইএসআইসি) হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর নতুন দিল্লিতে থেকে চাট্টায়াল মাধ্যমে স্থাপন করলেন কেন্দ্রীয় শ্রম, কর্মসংস্থান, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী শ্রী ভূপিন্দর যাদব।রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও সম্মানিত অতিথি হিসেবে ছিলেন কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রী রামেশ্বর তেলি এবং সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী কুমারী প্রতিমা ভৌমিকা। পাঁচ একরের বেশি জমি নিয়ে আগরতলায় প্রস্তাবিত ১০০

শয্যার এই হাসপাতাল তৈরি করা হবে যার পরিচালনার দায়িত্ব সরাসরি থাকবে ইএসআইসি-র হাতে। আগামী তিন বছরের মধ্যে এটি নির্মাণ করা হবে এবং সম্ভাব্য খরচ ধরা হয়েছে প্রায় ১০০ কোটি টাকা। সমস্ত আধুনিক সুবিধা সম্বলিত এবং অত্যাধুনিক সরঞ্জাম-বিশিষ্ট এই হাসপাতালে মডিউলার অপারেশন থিয়েটার ও পরীক্ষাগার থাকবে। এছাড়াও, বহির্বিভাগীয় ও অন্তর্বিভাগীয় পরিবেশও প্রদান করা হবে। আগরতলা এবং সন্নিহিত এলাকার ৬০ হাজারের বেশি সুবিধাভোগী এই হাসপাতালের পরিষেবা পাবেন বলে মনে করা হচ্ছে।অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে শ্রী ভূপিন্দর যাদব বলেন, উত্তর-

পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী প্রবলভাবে আগ্রহী এবং ইএসআইসি হাসপাতালটি প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্য পূরণে সাহায্য পাাবে। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দ্রুত উন্নয়নে দায়বদ্ধ এবং এই হাসপাতাল থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্য গুলিতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে এবং অসংগঠিত ক্ষেত্র সহ কর্মচারীদের সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের ক্ষেত্রে তা কার্যকর রূপ নেবে। শ্রী রতন আরও বলেন, কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক রাজ্য সরকারের সঙ্গে অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মচারীদের ই-শ্রম নথিভুক্তিকরণের কাজে একযোগে কাজ করবে।রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা বলেন,

উজ্জয়িনী পৌঁছে মহাকাল দর্শন করলেন শিল্পপতি অনিল আশ্বানি

উজ্জয়িনী, ১৮ জানুয়ারি ঃগত মঙ্গলবার সকালে উজ্জয়িনীতে পৌঁছে ভগবান মহাকালের দর্শন করলেন বিখ্যাত শিল্পপতি অনিল আশ্বানি। এখানে তিনি পূজা-অর্চনা করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী টিনা আশ্বানিও।আসলে স্ত্রী টিনা

ছয় অনুগামীকে নিয়ে

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি ঃগত মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গে সক্রিয় জঙ্গি সংগঠন কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশন (কেএলও)-এর প্রধান জীবন সিংহ ছ’জন অনুগামীকে নিয়ে নাগাল্যান্ডের মন জেলার মায়ানমার সীমান্ত লাগোয়া নয়াবাস্তি এলাকায় আত্মসমর্পণ করেছে।অসমের মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা হিমন্ত গার এক বছর ধরেই শান্তি ফেরাতে কেএলও

আশ্বানিকে নিয়ে ইন্দোরে এসেছেন অনিল আশ্বানি। তিনি এখানে কোকিলা বেন থিরুবাই আশ্বানি হাসপাতালটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিবেন। অমিতাভ বচ্চনও এই অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। বিকেল চারটায় শুরু হয়ে প্রায় দেড় ঘণ্টা

চলবে অনুষ্ঠান। বিকেল ৪টায় হাসপাতালের উদ্বোধন করবেন অমিতাভ বচ্চন।এরপর স্বাগত বস্তু বাক্য দেবেন মুশ্বইয়ের এরপর ভাষণ দেবেন মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চন। অনুষ্ঠানে ডাঃমুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানও

কেএলও প্রধান জীবন সিংহর আত্মসমর্পণ মায়ানমার সীমান্ত এলাকায়

কেএলও নেতাদের সঙ্গে সঙ্গে শীঘ্রই অসমে শান্তি আলোচনা শুরু হবে।কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দফতরের একটি সূত্রের দায়ে, জীবনরা গত কয়েক দিন নাগাল্যান্ডের মন জেলার অন্য পারে মায়ানমারের শিবির গোটাচ্ছেন। তারা ভারতে ফিরতে তৈরি- এই বার্তা পাঠানোর পরে, অসম রাইফেলসের দল মন জেলায় যায়। ভারত-মায়ানমারের সীমান্ত সমঝোতা অনুযায়ী, দুই দেশের

সুচিত্রা সেনের

পাবনী, ১৮ জানুয়ারি ঃসুচিত্রা সেনের নবম প্রয়াণ দিবসে গত মঙ্গলবার তাঁর স্মৃতিতে বাংলাদেশের পাবনার সরক্ষণ পরিদয় বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।এদিন সকাল সাড়ে ১০টায় মহানায়িকাকে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে কর্মসূচি শুরু হয়। এরপর স্মরণগসতা ও সুচিত্রা সেন অভিনীত চলচ্চিত্রের

স্মৃতিতে পাবনায় বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন

পরিষের পরিবেশন করেন কিছু শিল্পী। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে ছিলেন দেশের গণ্যমানের ব্যক্তিগ্ত্বরা। ভারতের পাশাপাশি বাংলাদেশেরও গর্ব তিনি। ১৯৩১ সালের ৫ এপ্রিল পাবনা জেলা শহরের গোপালপুর মহল্লার হেমশাগর লেনে পৈতৃক বাড়িতে সুচিত্রা সেন জন্মগ্রহণ করেন। দশম শ্রেণি পর্যন্ত পাবনায় পড়াশোনা করেন তিনি। পরে পাক-ভারত বিভাজনের সময়ে পরিবারের সঙ্গে কলকাতায় চলে আসেন। সুচিত্রা সেনের মা ইন্দিরা বৌবী ছিলেন গৃহবধূ ও বাবা করুণাময় দাসগুপ্ত পাবনা পৌরসভার স্বাস্থ্য পরিদর্শক ছিলেন।১৯৪৭ সালে আদিনাথ সেনের পুত্র দিবানাথ সেনের সঙ্গে রমার বিয়ে হয়। স্বামীর

পড়াশোনা করেন তিনি। পরে পাক-ভারত বিভাজনের সময়ে পরিবারের সঙ্গে কলকাতায় চলে আসেন। সুচিত্রা সেনের মা ইন্দিরা বৌবী ছিলেন গৃহবধূ ও বাবা করুণাময় দাসগুপ্ত পাবনা পৌরসভার স্বাস্থ্য পরিদর্শক ছিলেন।১৯৪৭ সালে আদিনাথ সেনের পুত্র দিবানাথ সেনের সঙ্গে রমার বিয়ে হয়। স্বামীর

পদবী অনুসারে মহা নায়িকার নাম হয়, রমা সেন। এরপর তাঁর নামের পরিবর্তন হয়ে সুচিত্রা সেন হয়। শ্রুস্তর ও স্বামীর অনুমতি নিয়েই চলচ্চিত্রে প্রবেশ করেন অভিনেত্রী।১৯৬০ সালে তারা পাবনার বাড়িটি জেলা প্রশাসনের কাছে ভাড়া দিয়ে কলকাতায় চলে যান। ১৯৮৭ সালে জামায়াতে

ভট্টাচার্যের দাবি, কেন বিপর্যয়ের মুখে যৌশীমঠ তার কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। আর রানিগঞ্জে তো অবৈধ খনন চলছে। দুর্ঘোষণ ঘটলে এর জন্যই ঘটবে। এই অবৈধ খননকাজ বন্ধের দায়িত্ব রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা রাজ্যের দায়িত্ব। সে কাজ তারা করতে পারেনি, এখন কেন্দ্রের উপর দায় চাপিয়ে লাভ নেই। প্রসঙ্গত, রানিগঞ্জ এবং সংলগ্ন অঞ্চলে অবৈধ কয়লা পাচার নিয়ে আগেই সক্রিয় হয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী অধিদপ্তর। এর পর রাজ্য সরকারের সৎগীনে থাকা তদন্তকারী সংস্থা সিআইডি-কে নিয়ে অভিযান শুরু করে সিবিআই। এ নিয়ে

জল অনেক ঘোলা হয়।

ভারতে কোভিড সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়ে ১২৮ প্রাণ হারালেন আরও দু’জন, সক্রিয় রোগী কমে ১,৯৯৮

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি ঃভারতে করোনাইভারাসের দৈনিক সংক্রমণ ফের অনেকটাই বাড়ল। বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১২৮ জন, বিগত ২৪ ঘণ্টায় কর্ণকটি ও মহারাষ্ট্র একজন করে প্রাণ হারিয়েছেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১২৮ জন,

দু’জনের মৃত্যুর পর ভারতে এখনও পর্যন্ত করোনায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৫,৩০,৭২৮ জনের।দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১ হাজার ৯৯৮-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাগীন রয়েছেন ভারতে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের যথ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ

হয়েছেন ৪,৪১,৪৮,৬৪৫ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বৈশ্বে ২২০,৮৬,৮১১,৩৬১ -এ পৌঁছেছে।এদিকে, দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে ক্রোরোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৯৬ হাজার ২০০ জন প্রাপক, ফলে ভারতে

বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ২২০.১৮ কোটিটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। মোট টিকাপ্রাপকের সংখ্যা ২২০,১৮,৫৩,০৮৮। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমএর) জানিয়েছে, ১৭ জানুয়ারির সারা দিনে ভারতে ১,৭৫,৩৯২ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

জি-২০ এজেন্ডার অবিচ্ছেদ্য অংশ স্বাস্থঃভারতী পারভিন পওয়ার

তিরুবনন্তপুরম, ১৮ জানুয়ারি ঃ জি-২০ এজেন্ডার অবিচ্ছেদ্য অংশ হল স্বাস্থ্য। বললেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ভারতী পারভিন পওয়ার। বুধবার জি-২০ দেশগুলি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কর্ম গৌষ্ঠীর প্রথম বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ভারতী পারভিন পওয়ার বলেছেন, মহামারীর সফটের সময় জি-২০ দেশগুলি সকলের জন্য উন্নত এবং ন্যায়সঙ্গত স্বাস্থ্য অর্জনের লক্ষ্যে নিজস্ব সদস্যদের মধ্যে সমন্বিত প্রচেষ্টা প্রচারের স্বার্থে ধারাবাহিকভাবে কাজ



করেছে। স্বাস্থ্য হল জি-২০ এজেন্ডার অবিচ্ছেদ্য অংশ।বুধবার কেবলে তিরুবনন্তপুরমে শুরু হয়েছে জি-২০ দেশগুলি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কর্ম গৌষ্ঠীর প্রথম বৈঠক। এই বৈঠকে উপলক্ষ্যে তিরুবনন্তপুরম শহর সেজে উঠেছে জি-টোয়েন্টি লোগোতে।

বঙ্গে ব্যস্ত সূচি নাড্ডার

কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি ঃ সামনেই পঞ্চায়েত ভোট। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে অন্তিমের সফটে ভুগছে ভারতীয় জনতা পার্টি সভাপতি হিসেবে কার্যকালের মেয়াদ বাড়ার পরদিনই পশ্চিমবঙ্গে আসছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগ প্রকাশ নাড্ডা। রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকের পাশাপাশি জনসভাও করবেন তিনি।একুশের বিধানসভা নির্বাচনে বাংলায় ভরাডুবি হয়েছে, তবে এরাজে প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা পেয়েছে বিজেপি। আগামী বছর লোকসভা নির্বাচন রয়েছে, সেই লক্ষ্যেই বাংলায় পঞ্চায়েত ভোটকে পাখির চোখ করেছে বিজেপি। গত মঙ্গলবার দলের সর্বভারতীয় সভাপতি হিসেবে কার্যকালের মেয়াদ আরও একবছর বেড়েছে জেপি নাড্ডার। লোকসভার ভোটের আগে নেতৃত্ব বদল আনছে না বিজেপি।বুধবার বহু সফরে এসে নাড্ডা, নদিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। সেখানে বেথুয়াডহরিতে সভা করার কথা রয়েছে তাঁর। পাশাপাশি রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকও করবেন তিনি। জানা গিয়েছে, আগামী ২০ জানুয়ারি ও ২১ জানুয়ারি দুর্গাপুরে রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন নাড্ডা। রাজ্য নেতাদের পাশাপাশি ওই বৈঠকে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকদেরও উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।

হিমাচলে প্রবেশ করল ভারত জোড়া যাত্রা, রাহুল বললেন সংসদে কথা বলতে দেওয়া হয়নি আমাদের

ঘাটোতা, ১৮ জানুয়ারি ঃহিমাচল প্রদেশে প্রবেশ করল কংগ্রেসের ভারত জোড়া যাত্রা। বুধবার সকালে হিমাচল প্রদেশের ঘাটোতায় কংগ্রেসের দলীয় পতাকা হস্তান্তরের পর শুরু হয় পদযাত্রা। সেই সময় দম কুয়াশা ছিল, সেই কুয়াশার মধ্যেই রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে শুক হয় ভারত জোড়া যাত্রা। এদিন পদযাত্রা শুরু হওয়ার প্রাক্কালে রাহুল গান্ধী অভিযোগ করেছেন, সংসদে কথা বলতে দেওয়া হয়নি তাঁদেরকংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী বলেছেন, ভারত জোড়ো যাত্রার আগে, আমরা সংসদে বিভিন্ন সমস্যা উত্থাপন করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তারা সংসদে আমাদের সমস্যা উত্থাপন করতে মেনেনি, কথা বলতে দেওয়া হয়নি আমাদের। আমরা ভারতের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেও তা করতে পারি না, বিচার বিভাগ হোক অথবা সংবাদ মাধ্যম, তারা সবাই বিজেপি-আরএসএস-এর চাপে আছে। তাই আমরা কন্যাকুমারী থেকে বাত্রা শুরু করেছি।কংগ্রেসের ভারত জোড়া যাত্রা সমাপ্ত হবে জন্মু ও কাশ্মীরে। এ প্রসঙ্গে রাহুল গান্ধী বলেছেন, দেবভূমি হিমাচল প্রদেশে আসার জন্য, আমরা যাত্রার রুট পরিবর্তন করেছি। আমরা কম সময় দিতে পেরেছি, কারণ গান্ধীজির প্রয়াণ দিবসে আমাদের শ্রীনগর পৌঁছেছিলই হবে। এদিন সকালে ভারত জোড়া যাত্রায় অংশ নেন হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু ও হিমাচলের প্রদেশ কংগ্রেস সভানেত্রী প্রতিভা সিং প্রমুখ।

কংগ্রেস ছেড়েই বিজেপিতে যোগ দিলেন মনপ্রীত সিং বাদল



নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি ঃভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-তে যোগ দিয়েছেন পঞ্জাবের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী মনপ্রীত সিং বাদল। বুধবার দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন মনপ্রীত সিং বাদল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা পীযুষ গোয়েলের উপস্থিতিতে এদিন বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন মনপ্রীত সিং বাদল। এদিনই কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন মনপ্রীত সিং বাদল।কংগ্রেস নেতৃত্বকে বুধবার রীতিমত চমকে দিয়েছেন মনপ্রীত সিং বাদল। এদিনই তিনি কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দেন। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েই দল ছােন তিনি। এরপর দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দেন তিনি।

ত্রিপুরায় ১৬ ফেব্রুয়ারি বিধানসভা নির্বাচন নাগাল্যান্ড ও মেঘালয়ে

২৭ ফেব্রুয়ারি, ফল ঘোষণা ২ মার্চ

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি ঃ ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড ও মেঘালয়ে বিধানসভা নির্বাচনের নির্ধর্ত ঘোষণা করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। বুধবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার ঘোষণা করেছেন, ত্রিপুরায় বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে ১৬ ফেব্রুয়ারি। নাগাল্যান্ড ও মেঘালয়ে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবে ২৭ ফেব্রুয়ারি। তিন রাজ্যেই ভোটের ফল ঘোষণা হবে ২ মার্চ।সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার বলেছেন, নাগাল্যান্ড, মেঘালয় এবং ত্রিপুরায় ৬২.৮ লক্ষেরও বেশি ভোটার রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে

Roll Number	Topic	Examination Dates (2023)	Registration Dates (2023)
1	Law of Equity and Trusts	11.02.2023 to 12.02.2023	01.02.2023 to 02.02.2023
2	Law of Contract	13.02.2023 to 14.02.2023	03.02.2023 to 04.02.2023
3	Law of Torts	15.02.2023 to 16.02.2023	05.02.2023 to 06.02.2023
4	Law of Criminal Law	17.02.2023 to 18.02.2023	07.02.2023 to 08.02.2023
5	Law of Evidence	19.02.2023 to 20.02.2023	09.02.2023 to 10.02.2023
6	Law of Family Law	21.02.2023 to 22.02.2023	11.02.2023 to 12.02.2023
7	Law of International Law	23.02.2023 to 24.02.2023	13.02.2023 to 14.02.2023
8	Law of Public Law	25.02.2023 to 26.02.2023	15.02.2023 to 16.02.2023
9	Law of Constitutional Law	27.02.2023 to 28.02.2023	17.02.2023 to 18.02.2023
10	Law of Administrative Law	29.02.2023 to 01.03.2023	19.02.2023 to 20.02.2023

৩১.৪৭ লক্ষ মহিলা ভোটার, ৮০ বছরের উর্ধ্বে ৯৭ হাজার ভোটার এবং ৩১,৭০০ জন পিডব্লিউডি ভোটার। ১.৭৬ লক্ষেরও বেশি ভোটার এই প্রথমবার ৬টি রাজ্যের নির্বাচনে অংশ নেবেন। ভোটের নির্ধর্ত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচনী আচরণবিধি লাগু হয়ে গিয়েছে।

চুক্রতে তাপমাত্রা নেমে মাইনাস ১.২ ডিগ্রি দিল্লি কাঁপছে ২.৬ ডিগ্রিতে, শৈতপ্রবাহে কাবু উত্তর ভারত

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি ঃ জাকিয়ে শীত থেকে কোনওভাবে নিস্তার পাচ্ছে না দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে। বুধবারও দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে হাা কাঁপানো ঠান্ডা ছিল। শীতের দাপটে জ্বরুথু অবস্থা দিল্লিতে। বুধবার দিল্লির সফদরজং-এ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কমে ২.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছয়, পালমে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৬.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও আয়নাগরে ৩.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। হাা কাঁপানো ঠান্ডার পাশাপাশি কুয়াশার দাপটে এদিনও জনজীবন বিপর্যস্ত হয়েছে। দিল্লিতেশুধুমাত্র দিল্লি নয়, উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এদিন ছিল জাকিয়ে ঠান্ডা। রাজস্থানের চুক্রতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমে হিমাক্ষের নীচে চলে যায়। সেখানে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, সিকারে মাইনাস ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ঠান্ডায় কেঁপেছে হরিয়ানাও। হরিয়ানার নারানউলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও হিসাবে ১২.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

দুরন্ত বার্তা পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি ঃবুধবার, ৪মাঘ মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৯জানুয়ারিঃ ২০২৩, সৌরঃ৪ মাঘমাস, চান্দ্রঃ ৭ মধুসূদন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাব্দ, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঃ২ মাঘ মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ৪ মাঘ মাস ১৯৪৪, মৈতেঃ৪ শজিবু, আসামঃ ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপূজার গাতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫৪২ঃ২৫ এবং অস্তঃ বিকাল ০৪ঃ৫০০। চন্দ্র উদয়ঃ সকাল ১০ঃ১২ঃ২২(৮) এবং অস্তঃ রাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্র পক্ষ (তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ ২৬ঃ০১ দং ৩৭ঃ৩৮ঃ৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃরাশিঃ রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ১১ দং ৪৫ঃ৮ঃ৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুক্রঃঃবিজিৎ রাত্রিঃ০৮ঃ ২৬ঃ০১ দং ৩৭ঃ৩৮ঃ৫ পর্যন্ত পরে বিষ্ঠিযোগঃঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃ দিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫ঃ৪ঃ ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫ঃ৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪ঃ৫ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ২ঃ২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ৫ঃ৪ঃ৫ থেকে - ০৮ঃ৫ঃ৬ঃ৪ঃ৫ পর্যন্ত, তারপর ০ঃ০ঃ৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫ঃ২ঃ১ পর্যন্ত।মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২ঃ৪ঃ০৬ থেকে - ১১ঃ ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫ঃ২ঃ ১১ থেকে - ০৫ঃ২ঃ৪ঃ৩১ পর্যন্ত।কলিক বেলঃদিন ০৭ঃ৫ঃ৪ঃ৩২ থেকে - ০৮ঃ৪ঃ৩ঃ৫২ পর্যন্ত।কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২ঃ৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩ঃ৪ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত।কালবেলাঃদিন ১০ঃ৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ ১৮ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪ঃ৫ঃ ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪ঃ৫ পর্যন্ত।গ্রহযুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ ১১ঃ৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২ঃ২৫ঃ০২ থেকে - ১০ঃ পদচন্দ্রঃ ৯ঃ২৭ঃ৫ঃ৫৯ (২৩) ২ পদবৃধঃ ০২ঃ২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০ঃ২৪ঃ২২(২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০ঃ৮১ঃ৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯ঃ২৪ঃ৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২ঃ৭ঃ৫(৩) ২ পদকেতুঃ ৭ঃ২২ঃ৭ঃ৫ (১৬) ৪ পদ।বারবেলাঃদিন ০৮ঃ৩ঃ১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০ঃ৪ঃ৫২ পর্যন্ত।

বাংলাদেশি মুদ্রাসহ পাচারকারীকে আটক করেছে বিএসএফ

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ১৮ জানুয়ারি : ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় ছয় লাখ বাংলাদেশি টাকাসহ এক পাচারকারীকে আটক করেছে বিএসএফ জওয়ানরা। ঘটনাটি দক্ষিণবঙ্গ সীমান্তের সীমান্ত চৌকি যোজাডাঙ্গা এলাকা।।
বুধবার বিএসএফের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ধৃত পাচারকারীর নাম সফিকুল গাজী (৬৭১)। তিনি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। বাংলাদেশি টাকা পাচারের সুনির্দিষ্ট তথ্য পেয়ে বিএসএফ জওয়ানরা যোজাডাঙ্গা এলাকায় অভিযান চালিয়ে শফিকুল গাজীকে ছয় লাখ বাংলাদেশি টাকাসহ হাতেনাতে আটক করে। জিজ্ঞাসাবাদে চোরাকারবারি জানায়, ভারত থেকে বাংলাদেশে এই মুদ্রা পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তার আগেই তাকে ধরে ফেলে জওয়ানরা। পাচারকারী আরও জানায়, এই মুদ্রা তাকে বসিরহাটের দমদমের বাসিন্দা সন্দীপ সরকার দিয়েছিলেন। এরপর চোরাকারবারি তার আর এক সঙ্গী খঞ্জন মণ্ডলের সহায়তায় সীমান্তে পৌঁছায়। এই মুদ্রা সে তার কোমরে বেটের পিছনে এবং জুতার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল। সীমান্ত পেরিয়ে এই মুদ্রা বাংলাদেশি পাচারকারী আনরুলের কাছে হস্তান্তর করার কথা ছিল। এ কাজের জন্য তিনি পেতেন ছয় হাজার টাকা। বিএসএফ বাজেয়াপ্ত বাংলাদেশি মুদ্রা ও পাচারকারীকে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কাশিম অফিস যোজাডাঙ্গায় হস্তান্তর করেছে।

মহানগরীতে উর্ধ্বমুখী পারদ, মৃদু শীতেই খুশি থাকতে হচ্ছে দক্ষিণবঙ্গকে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : মহানগরীতে আবার বাড়ল তাপমাত্রার পারদ, তবে খুব বেশি নয়। পারদ চড়লেও হালকা শীতের আমেজ অনুভূত হয়েছে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গ, পাশচাত্ত হালকা শীতেই খুশি থাকতে হচ্ছে বঙ্গবাসীকে। তবে, জমজমাট াত্ম্যার প্রত্যাবর্তন এখনও হয়নি। কলকাতার তুলনায় বুধবারও শীত একটু বেশি ছিল মহানগরী লাগোয়া জেলাগুলিতে। আবার পুরুষিয়া, বাঁকুড়া এই সমস্ত জেলাগুলিতে শীতের দাপট অনেকটাই বেশি ছিল। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি। আগের দিনের তুলনায় একটু বেড়েছে তাপমাত্রা। এদিন তিলোত্তমার সর্বাধি তাপমাত্রা থাকতে পারে ২৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আলিপুর অবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে ফের বাড়তে পারে তাপমাত্রা। ফলে শীতের আমেজও উধাও হয়ে যেতে পারে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য প্রায় ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ব্যালট বাক্স কিনছে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : রাজ্য নির্বাচন কমিশন আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য প্রায় ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ব্যালট বাক্স কিনতে চলেছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য ২৯ হাজার, জেলা পরিষদের জন্য ৮৫ হাজার ছোট ব্যালট বাক্স এবং পঞ্চায়েত সমিতির জন্য ২৫ হাজার নতুন বড় ব্যালট বাক্স কেনার বরাত দেওয়া হচ্ছে বলে রাজ্য নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে। এ ছাড়াও ২০১৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনের কত ব্যালট বাক্স ব্যবহারযোগ্য আছে তা খতিয়ে দেখতে জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুরনো ব্যালট বাক্সগুলি রং করতে এবং প্রয়োজনে ছোটখাটো মেরামত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কমিশন সূত্রে খবর, এ বারও ব্যালট বাক্সে যথারীতি ইউনিক আইডেন্টিটি নম্বর থাকবে। সঙ্গে কিউআর কোডও লাগানো হতে পারে। এ জন্য জেলা সদরে কোনও ঘেরা স্টেডিয়াম কিংবা ইন্ডোর স্টেডিয়ামের মতো জায়গা দেখে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই সংক্রান্ত মাইক্রো প্ল্যান তৈরি করে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে জেলাগুলিকে। যাতে পরবর্তী সময়ে নির্দেশ এলে দ্রুত পদক্ষেপ করা সম্ভব হয়।

কলকাতা পুলিশের ইসপেক্টরের বাড়িতে তল্লাশি চালাল রাজ্য পুলিশের দুর্নীতি দমন শাখা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : কলকাতা পুলিশের ইসপেক্টর পদমর্যাদার আধিকারিক প্রশান্ত মজুমদারের বাড়িতে চলল তল্লাশি। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তার বাড়িতে যায় রাজ্য পুলিশের দুর্নীতি দমন শাখার আধিকারিকরা। রাজ্যের একাধিক পুলিশ অফিসারের বাড়িতে আগেও তল্লাশি চালানো হয়েছে। প্রশান্ত মজুমদারের বাড়িতেও আগে তল্লাশি চালানোর প্রকল্পটি চালানো হয়। মাস দেড়েক আগে তার বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গেলে বাধা দেওয়া হয় আধিকারিকদের। সেই সময় আদালতের নির্দেশিকা ছিল না। এবার আদালতের নির্দেশনামা নিয়েই আধিকারিকরা তল্লাশি চালাতে যান বলে সূত্রের খবর। মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে তল্লাশি চলে রাত পর্যন্ত। তাঁর বাড়ি থেকে বেশ কিছু নথি উদ্ধার হয়েছে বলে সূত্রের খবর। প্রশাসবাবু আগে বরদেবপুর থানায় ছিলেন। পরে ওসি হেস্টিংস হিসেবেও কাজ করেন। বর্তমানে কলকাতার ট্রাফিক পুলিশে কর্মরত তিনি। তার আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন সম্পত্তি রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল। তার ভিত্তিতেই এই তল্লাশি চালানো হয়।

শনিবার জল সরবরাহ বন্ধ থাকবে কলকাতার একটা বড় অংশে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : শনিবার দক্ষিণ কলকাতার বিস্তীর্ণ অংশে বন্ধ থাকবে জল সরবরাহ। একটা গোটা দিন জল বন্ধ থাকলে সমস্যায় পড়তে হতে পারে শহরের বাসিন্দাদের। তাই আগেভাগেই এই তথ্য জানিয়ে দেওয়া হয়েছে পুরনিকের তরফে। কলকাতা পুরনিকম যে জল সরবরাহ করে থাকে শহরের বিভিন্ন জায়গায়, সেই জলের ওপর নির্ভর করে থাকেন অনেকেই। জানা গিয়েছে, গার্ডেনরিচ জল পরিশোধন প্রকল্পে সবথেকে বড় দৈর্ঘ্যের পাইপের ফ্রটি, রক্ষণাবেক্ষণ এবং একাধিক বৃষ্টির পানিপূর্ণ স্টেশনের মেরামত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা পুরনিকম। সেই কারণেই আগামী ২১ জানুয়ারি অর্থাৎ শনিবার গার্ডেনরিচ প্রকল্প থেকে জল সরবরাহ হবে না। বেহালা, রানিকুটি, গড়কা, কালাঘাট, চেতলা, বাঁশদ্রোণী, সেনাপাড়া, লালকা, পর্ণশ্রী বৃষ্টির পানিপূর্ণ স্টেশনে জল সরবরাহ বন্ধ রাখা হবে। এর প্রভাব পড়বে ওই অঞ্চলের বহু পরিবারের ওপর। ৮ থেকে ১৪ নম্বর বরোর সবকটি ওয়ার্ডে জল বন্ধ থাকবে। অর্থাৎ চিলিগঞ্জ, যাদবপুর, চেতলা, বেহালা, গড়িয়াহাট, কসবা, দক্ষিণ কলকাতার ই এম বাইপাস লাগোয়া ওয়ার্ডগুলির বাসিন্দারা শনিবার রাত পর্যন্ত আর জল পাবেন না। পরের দিন অর্থাৎ রবিবার ২১ জানুয়ারি থেকে পরিস্থিতি আবার স্বাভাবিক হতে শুরু করবে। জল সরবরাহ বিভাগের ডিজি মেনাক মুখোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে বলেন, ‘গার্ডেনরিচ জল প্রকল্প থেকে জল সরবরাহের গতি বেড়েছে। উৎপাদন বেড়েছে। ফলে প্রকল্পের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ জরুরি। যে কারণে মাঝে মধ্যে মেরামতের কাজ করে থাকি। একটা দিন জল বন্ধ রেখে আমরা পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করব। আগামী শনিবার এই ফ্রটি মেরামতের জন্য জল বন্ধ থাকবে। রবিবার থেকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে।’

‘১৯ কোটির’ কুস্তল হাজিরা দিলেন সিবিআই দফতরে, নাম ফাঁস করেছিলেন তাপস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাপস মণ্ডল প্রথম নামটা সামনে এনেছিলেন। দাবি করেছিলেন, হুগলির বলাগড়ের যুব নেতা কুস্তল ঘোষ চাকরি দেওয়ার নাম করে ১৯ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা তুলেছিলেন। বুধবার সেই কুস্তল হাজিরা দিলেন সিবিআই দফতরে। এদিন বেলা তিনটে নাগাদ আইনজীবীদের নিয়ে সিবিআই দফতরে যান তিনি। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলাগড়ের এই যুব নেতাটি জানান, কে কী অভিযোগ করছে তাঁর জানা নেই। তিনি সম্পূর্ণভাবে সিবিআইকে তদন্তে সহযোগিতা করেন। তাপস মণ্ডলের অভিযোগ ছিল, বিএড কলেজে অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের নাম করে কুস্তল ঘোষ ওই টাকা তুলেছিলেন। শুধু তাই নয়। তাপসের এও দাবি ছিল, তাঁর কাছে যা হিসেব তাতে তিনি মনে করেন এই প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে ১০০ কোটি টাকার পেলা হয়েছে। এদিন সাংবাদিকরা কুস্তলের থেকে জানতে চান, কী কারণে আপনার নাম এল? জবাবে তিনি বলেন, ‘কে আমার নাম বলছে আমি জানি না। কেউ যদি তদন্তকে ভুল পথে পরিণত করতে চায় তাহলে আমার কিছু করার নেই।’ ২০১৬ সাল থেকে রাজনীতিতে উত্থান কুস্তলের। যুব তৃণমূলের রাজ্য কমিটিতেও জায়গা পেয়েছিলেন কুস্তল।

কাজে গতি আনতে ফাইল দ্রুত ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : রাজ্য সরকার কাজে গতি আনতে বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে আটকে থাকা ফাইল দ্রুত ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ ধিবেদী এদিন নবায় থেকে এই সংক্রান্ত সমন্বয় পোটালের বর্তমান অবস্থা নিয়ে বিভিন্ন জেলার জেলাশাসক ও দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে আলাচনা বৈঠক করেন। সেখানে এই ডিজিটালাইজড পোটালের মাধ্যমে বিভিন্ন দপ্তরের কাজকর্ম ছাড়াও মুখ্যমন্ত্রীর গ্রীভাল সেলে পড়ে থাক। অভিযোগগুলির দ্রুত নিষ্পত্তি নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে নবায় সূত্রে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি বৈঠকে গ্রামীন আবাস যোজনা, মিড ডে মিল প্রকল্প, সড়ক যোজনা নিয়েও কথাবার্তা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

উলুবেড়িয়ায় বামেদের ডেপুটেশন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৮ জানুয়ারি : হাওড়ার উলুবেড়িয়া ২ বিডিও অফিস অভিযান ও ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করলো বামেরা। বুধবার দুপুরে একাধিক দাবি জানিয়ে এই কর্মসূচি পালন করলো বামেরা। মূলতঃতাদের আন্দোলনের মূল বিষয় ছিল আবাস যোজনা । তাদের দাবি যাদের পাকা বাড়ি আছে আবাস যোজনার তালিকা থেকে তাদের নাম বাদ দিতে হবে এবং যাদের কাঁচা বাড়ি তাদের ঘর করে দিতে হবে। এদিন বামদের এই কর্মসূচিতে অসংখ্য কর্মী সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন ছিলেন।

দলের প্রচারে গিয়ে স্কোভের মুখে সৌগত



দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ১৮ জানুয়ারি : এবার উত্তর ২৪ পরগনার আমভাঙার দপ্তপুকুরে দলের প্রচারে গিয়ে স্কোভের মুখে পড়লেন প্রবীণ তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। স্থানীয় তৃণমূল নেতাকে নিয়ে একরাশ অভিযোগ বাসিন্দাদের একাংশের। তারা সাংসদকে হাতের কাছে পেয়ে শুনিয়ে দিলেন দু’চার কথা। বুধবার দপ্তপুকুর-২ পঞ্চায়েতের জয়পুল এলাকায় ‘দিদির দূত’ হয়ে গিয়েছিলেন দুমদমের সাংসদ সৌগত রায়। তাঁকে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য আসুরা বিবির স্বামী আবদুল হাই-কে নিয়ে একাধিক অভিযোগ করেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। সব কথা শুনে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন সৌগতবাবু। কয়েকদিন অভিযোগ করেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা আবদুলকে নিয়ে। অভিযোগে, রাস্তাঘাট নির্মাণ, নদী তৈরি, ১০০ দিনের কাজ ইত্যাদি নানা প্রকল্পের টাকা আশ্বাসৎ করেছেন আবদুলা মহম্মদ ইজরায়েল মণ্ডল নামে ওই এলাকার এক বাসিন্দা বলেন, ‘গত ১৫ বছরে কোনও কাজ করেননি আবদুল হাই। জব কাট, ড্রেন, পুকুরের কোটি কোটি টাকা আশ্বাসৎ করেছেন। পাণ্ডায় নদী বৈ অথচ ওর বাড়িতে সুইমিং পুল রয়েছে। প্রয়োজনে আমি দুর্নীতির সব নথি তুলে দেব।’ স্থানীয়দের অভিযোগ উড়িয়ে দিতে পারেননি সৌগতবাবু। আবদুলের বিরুদ্ধে ওটা সমস্ত খতিয়ে দেখা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে সৌগতবাবুর বক্তব্য, ‘‘এগুলি বাজে কথা। পঞ্চায়েতে কোটি টাকা আসে না।’’ আবাস যোজনায় অনেক যোগ্য লোকও ঘর পাননি বলে অভিযোগ উঠেছে।

বিদেশি পাখিদের আনাগোনা দেখতে পাওয়ায় খুশি সুন্দরবনের মানুষ

উজ্জ্বল বন্দোপাধ্যায়, সুন্দরবন, ১৮ জানুয়ারি : এবছর কোনওরকম পাসপোর্ট-ভিসা ছাড়াই সুন্দরবনে বিদেশী পরিযায়ী পাখিদের ভিড় দেখতে পাওয়া গেল। শীত বাড়তেই সুন্দরবনে পরিযায়ী পাখিরা ভিড় জমাতে শুরু করেছে। সাম্প্রতিক নতুন করে গড়ে ওঠা

কৃত্রিম ম্যানগ্রোভ জঙ্গলে এদেরকে বেশি দেখা যাচ্ছে। সীমানা এবং এলাকা দখল নিয়ে ভারতের সঙ্গে চীন বা পাকিস্তানের সম্পর্ক মধুর নয়, কিন্তু ওইসব দেশের পাখিদের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তায় আজ ও স্নেহনও ছেদ পড়েনি। ওই দুই নিষিদ্ধ দেশের সঙ্গে পাখিদের আবাস আনাগোনা চলছে। পাখিদের সংখ্যায় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোনওরকম পাসপোর্ট, ভিসা ছাড়াই রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ফিনল্যান্ড, ইরান দেশ থেকে হাজার হাজার পাখি সমুদ্র পথ ধরে দলে দলে চলে আসছে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্যে। ছড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন জায়গায়। এই পাখিদের মধ্যে বেশির ভাগই সামুদ্রিক এলাকার জলচর, দিবাচর এবং নিশাচর। সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ জঙ্গলে পাখিদের পাওয়ার কোনও উপযুক্ত কোন ফলের গাছ নেই তবুও বিশেষ কোনও আকর্ষণে পাখিরা হাজার হাজার মাইল আকাশপথে বিরামহীন ভাবে উড়ে আসছে এই বাঘ-অরণ্যে। এখানে আসা এবং ফেরার পথে দুর্যোগ-দুর্ঘটনায় পড়ে বহু পাখির মৃত্যুও ঘটছে তবুই তারা প্রতি বছর সঠিক সময়ে নির্দিষ্ট জায়গায় চলে আসছে। এই বিদেশী অতিথিদের যেন কেউ উদ্ভুক্ত বা শিকার না-করে সেই কারণে দক্ষিণ ২৪ পরগনা বন বিভাগ বিভিন্ন অফিসার ‘অতিথি নিবাসের’ আশপাশে প্রহরা বসিয়েছে। এই বিভাগের ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার মিলনকান্তি মন্ডল বলেন, ‘আমরা কয়েক বছর ধরে ম্যানগ্রোভ রোপণ নতুন করে কৃত্রিম বন সৃষ্টি করেছি। সেই সব জায়গায় প্রচুর খাবার পাওয়া যাচ্ছে। আর সেই খারাদের টানে পরিযায়ী পাখিরা ভিড় জমাচ্ছে। তাদের নিরাপত্তার জন্যে পাহারা বসিয়েছি।’ বন বিভাগের আরও একাটি দপ্তর ‘সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প’ পাখি প্রেমীদের পাখি চেনানোর জন্যে ৭ থেকে ১০ ফ্রেব্রয়ারি ‘পাখি উৎসব’-এর আয়োজন করেছে। পাখি বিশেষজ্ঞদের মতে, বিভিন্ন দেশের প্রায় ৪০ টি প্রজাতির বিদেশী পরিযায়ী পাখি এই শীতের মরশুমে সুন্দরবনে আসে। এই সময় শীতপ্রধান দেশ গুলিতে শীতের মাত্রা বেড়ে যায় অনেকটা। ওই শীত সহ্য করতে না-পেরে তারা কম শীতপ্রধান সুন্দরবনে ও ভারতের বিভিন্ন জায়গায় চলে আসে। কিছুদিন সময় কাটানোর পরে আবার নির্দিষ্ট সময়ে নিজেদের দেশে চলে যায়। বংশ বিস্তারের

হাওড়ার পাওয়ার হাউস মোড়ে সিইএসসি’র ডিস্ট্রিবিউশন স্টেশনে হঠাৎই আগুন, এলাকায় আতঙ্ক



দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৮ জানুয়ারি : হাওড়ার পাওয়ার হাউস মোড়ে সিইএসসি’র ডিস্ট্রিবিউশন স্টেশনে হঠাৎই আগুন, এলাকায় তীর আতঙ্ক। বেশ কিছুক্ষণ বিদ্যুৎহীন ছিল গোটা এলাকা। অনুমান, ইলেকট্রিক্যাল শর্ট সার্কিট থেকেই লদাগে এই আগুন। হাওড়ার কর্মমতলা এলাকা সংলগ্ন পাওয়ার হাউস মোড়ে সিইএসসি’র

ডিস্ট্রিবিউশন স্টেশনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এলাকায় তীর আতঙ্কের সৃষ্টি হলো। বিদ্যুৎ দপ্তরের ডিস্ট্রিবিউশন স্টেশনেই আগুন লাগার ঘটনায় বিস্তীর্ণ এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেয় সিইএসসি। ঘটনাস্থলে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন এসে প্রায় দু’ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। কিন্তু বিদ্যুৎ

‘পরামর্শ যদি দিতে হয়, তালিবান সরকারকে দিন’, অর্মত্য সেনকে নিশানা শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : ‘করোনার সময়ে কোথায় ছিলেন? ভোট পরবর্তী হিসাব্য বিজেপি কর্মীদের মৃত্যুর সময়ে কোথায় ছিলেন’? অর্মত্য সেনকে নিশানা করলেন শুভেন্দু অধিকারী। তার দাবি, ‘মৌদিজির আসনসংখ্যা আরও বাড়বে। চারশোর বেশি আসন নিয়ে মৌদিজি তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হবেন’। সঙ্গে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদকে পরামর্শ, ‘বিদেশে থাকুন, বিশ্রামে থাকুন। পরামর্শ যদি দিতে হবে, তালিবান সরকারকে দিন’। অটলবিহারী বাজি দিতো তখন প্রধানমন্ত্রী। ১৯৯৯ সালে বিজেপি সরকারের আমলেই ‘ভারতরত্ন’ সম্মান পেয়েছিলেন অর্মত্য সেন। কিন্তু মৌদি সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বারবার। ২০২৪-র লোকসভা ভাটের আগে এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাটিফিকেট দিলেন তিনি। সম্প্রতি সংবাদসংস্থা পিটিআইকে দেওয়ার সাক্ষাৎকারে অর্মত্য সেন বলেছেন, ‘আমার মনে হয় প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য মমতা ভীষণভাবে যোগ্য। কিন্তু এটা এখনও নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না যে, বিজেপির বিরুদ্ধে যে জনরোষ তৈরি হয়েছে, মমতা সেটা কাটাে লাগিয়ে সবাইকে একত্রিত করে বিবেদনাকারী শক্তিকে রুখতে দিতে পারবে’। তাঁর মতে, ‘আগামী বছরের ভোট করনই একমুখী বা বিজেপি কেন্দ্রিক হবে না। গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে আঞ্চলিক দলগুলিও’। ফ্রেফ তৃণমূল নর, সমাজবাদী পার্টি ও DMK-র কথা উল্লেখ করলেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ। এদিন শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘২০১৯-র লোকসভা ভোটের আগে এই সেন মহোদয়, তিনি এক রাজনৈতিক বক্তা হিসেবে বসেছিলেন, মৌদিজি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না।

মোহন ভাগবতের পাতে চন্দননগরের জলভরা, মধ্যাহ্নভোজের মেনুতে আর কী কী

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৮ জানুয়ারি : চন্দননগরের জলভরা সন্দেশের স্ম্যুটিং রয়েছে। চুঁচুড়ায় বিজেপি নেতার বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজে সেই সূর্য মোদকের জলভরা খেলেন সরসজ্বালাক মোহন ভাগবত । বুধবার কাপাসডাঙায় রাজা বিজেপির অন্যতম সম্পাদক দীপাঞ্জন গুহর মাকে দেখতে যান তিনি। সেখানেই মধ্যাহ্নভোজ সানতে ভাগবত। প্রসঙ্গত, দীপাঞ্জন একুশের বিধানসভা ভোটের চন্দননগর বিধানসভায় বিজেপির প্রার্থী ছিলেন।

সম্প্রপ্রধানের খাবার আগে পরীক্ষা করেন ফুড সেকাফি অফিসাররা। তাঁর থেকে জানা যায়, মোহন ভাগবতের মেনুতে ছিল ভাত, ধি, ডাল, পনির, ফুলকপি, গুড়, স্যালাদ। পরে জানা যায় তিনি জলভরা সন্দেশ খেয়েছেন। এদিন চুঁচুড়া চকবাড়ীর বগেদমাতরম ভবনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংস্থের পদাধিকারীদের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি। সংস্থের হাওড়া গ্রামীণ, তারকেশ্বর ও



এখন কলকাতায় থাকবেন তিনি। এই সময় মোহন ভাগবত সংস্থের কার্যকর্তাদের সঙ্গে সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে বৈঠক করবেন। সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎও করবেন। ২৩ জানুয়ারি নেতাজির জন্মদিনে ‘নেতাজি লহ প্রণাম’ কর্মসূচি রয়েছে আরএসএসের। নেতাজিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ওই দিন শহিদ মিনারে মোহন ভাগবত বক্তব্য রাখবেন।

বিদেশি পাখিদের আনাগোনা দেখতে পাওয়ায় খুশি সুন্দরবনের মানুষ



বিকেলের পরে চরে কিচিরমিচিতে মন ভরে যায়। গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসে লেথিয়াদীপ চরে পক্ষীপ্রেমী ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার মিলনকান্তি মন্ডলের ক্যামেরায় ধরা পড়েছিল ধূসর-পা বাটান (নর্ডম্যানের গ্রীনশ্যাড) পাখির ছবি। বুধবার মিলনবাবু বলেন, এই পাখি গুলি দক্ষিণ কোরিয়া, হংকং, কম্বোডিয়া, মালেশিয়া দেশের পাখি। এই পাখি সুন্দরবনে সর্বপ্রথম এবং ভারতে দ্বিতীয়বার দেখা মিলল। শুধু শীতই নয়, গ্রীষ্ম মরশুমেও অফ্রিকা থেকে হলুদ খঞ্জন (ইয়লো ওয়াগটেল), ইউরোপ থেকে নীলগলা ফিন্দা (ব্লুথ্রোটেড), উত্তর আমেরিকা থেকে খুন্তেহাঁস (নর্দান স্নোডেলার)-রা আসে। পক্ষী বিশারদরা পাখিদের পরিযান বৈচিত্র্যের একটি আশ্চর্যের ঘটনা উল্লেখ করে জানিয়েছেন, পাখিরা সাধারণত দু’হাজার ফুট উচুতা দিয়ে সপ্তাহ থেকে ৪ মাস পর্যন্ত উড়ে আসে। সারাদিন সারারাত অবিরাম ওড়ে। ওড়ার সময় কোথাও থামে না, কিছুই খায় না। যাত্রা শুরুার আগে ভাল করে খেয়ে নেয়। ঘটনায় ৫০ মাইল গতিবেগে প্রতিদিন ১৫-৬০০ মাইল পথ উড়ে চলে। নির্দিষ্ট জায়গায় পৌছাতে উপকুরেরেখা, নদীপথ, সূর্য-চন্দ্র- গ্রহ-তারার উপর অনেক লক্ষ্য করে চলে। আর এই পাখি সুন্দরবনে আসায় সুন্দরবনের গুরুত্ব অনেক খানি বেড়ে গেল বলে মনে করে সুন্দরবন প্রেমী মানুষজন।

কম্বলকাণ্ডে বিজেপি নেত্রী চৈতালিকে গ্রেফতারে ‘না’ হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : কম্বলকাণ্ডে গ্রেফতার করা যাবে না বিজেপি নেত্রী তথা আসানসোলের কাউন্সিলর চৈতালিকে। কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি রাজশেখর মান্না বুধবার এই নির্দেশ দিলেন। তবে, এই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, পুলিশ তদন্ত চালিয়ে নিয়ে যাবে। আসানসোলে একটি কম্বল বিতরণ কর্মসূচিতে বিশৃঙ্খলার জেরে পদপিষ্ট হয়ে মারা যান ৩ জন। ঘটনাটি যেখানে ঘটে, সেই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন বিজেপি নেতা তথা রাজ্যের প্রাক্তন বিষয়ক জিতেন্দ্রর স্ত্রী চৈতালি। যিনি নিজেও একজন কাউন্সিলর। ঘটনাক্রমে, ওই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন রাজ্যের বিধানসভার বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারী। তবে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনাটি ঘটে শুভেন্দু সভা ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর। আসানসোলের সেই ঘটনায় অভিযুক্ত বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারির স্ত্রীর বিরুদ্ধে তদন্ত চালিয়ে যেতে বললেন বিচারপতি। তাঁর নির্দেশে, আগামী শুভানিবেশে কেস ডায়েরিও নিতে আসতে হবে অভিযুক্তদের। বুধবার আসানসোলে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনার শুভানি ছিল কলকাতা হাই কোর্টে। আসানসোল উত্তর থানার পুলিশ জানান, চৈতালি অসভ্য তথ্য দিচ্ছেন। এমনকি, তদন্তে ঠিক মতো সহযোগিতাও করছেন না। এর জবাবে অবশ্য পাল্টা পুলিশকেই বিচারপতি মান্না বলেন, অভিযুক্ত তো অসভ্য তথ্যপ্রমাণ দিতেই পারেন। পুলিশেরই তো কাজ সত্যি ঘটনা কী এবং আসল তথ্য খুঁজে বার করা। এর পরে চৈতালির বিরুদ্ধে তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার অনুমতিও দেন পুলিশকে। তবে একই সঙ্গে বাড়িয়ে দেন চৈতালির রক্ষাববচরে মোয়াদ। আগেই চৈতালিকে রক্ষাকবচ দিয়েছিল হাই কোর্ট। আর মেয়াদ বুধবার আরও তিন সপ্তাহ বাড়িয়ে দেন বিচারপতি মান্না। যার ফলে আপাতত তদন্তকারীরা এই মামলায় গ্রেফতার করতে পারবেন না চৈতালিকে।

মহিলাকে ধর্ষণের চেষ্টা ও হুমকি, বেনিয়াপুকুর থেকে ধৃত পাঞ্জাবের যুবক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ জানুয়ারি : মহিলাকে ধর্ষণের চেষ্টা এবং হুমকি দেওয়ার অভিযোগে বেনিয়াপুকুর থেকে এক যুবককে গ্রেফতার করল পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে গগন কুমার ওরফে রণবীর জন নামে ওই যুবককে গ্রেফতার করেছে বেনিয়াপুকুর থানার পুলিশ। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। বছর তেতিয়ার এক মহিলার অভিযোগ, গত বছর ২৮ ডিসেম্বর রাতে লেকটাউন থানার দক্ষিণদাঁড়ি রোড এলাকায় তাঁর উপর চড়াও হন রণবীর নামে ওই যুবক। তিনি ওই মহিলার শ্রীলতাহানি করেন বলে অভিযোগ। আরও অভিযোগ, রণবীর তাঁর সঙ্গে জোর করে যৌনসম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেন। এর পর তাঁকে হুমকি দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। এই নিয়ে মঙ্গলবার রাতে কসবা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই মহিলা। রাতেই বেনিয়াপুকুরের একটি বার থেকে পুলিশ গ্রেফতার করে রণবীরকে। সূত্রের খবর, ধৃতের বাড়ি পাঞ্জাবের লুধিয়ানার প্রীতনগর এলাকায়। কলকাতায় তিনি থাকতেন কসবার রাজডাঙা মেনে রোডে। তাঁর বিরুদ্ধে শ্রীলতাহানি, মহিলার উপর বলপ্রয়োগ করা, ধর্ষণ, ভয় দেখানো- সহ নানা অভিযোগে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। শুরু হয়েছে তদন্ত। জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে রণবীরকে।

 Hooghly-Chinsurah Municipality Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist. – Hooghly Tel.: 2680-2899/2135, Telefax.: 2680-6091 Corrigendum Notice E-Tender No.: WBMD/CHCM/Eng/NT/17/Le23. Tender ID: 2023_MAD_443787_1. The following corrigendum should be read in the above mentioned e-tender vide NIT no. WBMD/CHCM/Eng/NT/17/Le23 under this office Memo No.: 133/Eng/A.S., Dated:- 09-01-2023. "Description of items" column will be omitted from Heading (Table-I). "Price of technical, Financial bid documents, 2911(a) and other annexure" should be read instead of "Cost of tender Fees" (Heading, Table-I) and Others heading will be remained unchanged. Bid opening Date for Technical Proposals (Online): will be "09-02-2023" instead of 30-01-2023 at 12.00. and Others documents will be remained unchanged. Bid Submission closing (On line) will be "07-02-2023" instead of 28-01-2023 at 11.00. Others documents will be remained unchanged. Sd/-Chairman, Hooghly Chinsurah Municipality
OFFICE OF THE Harit GRAM PANCHAYAT VILL.- Panjipukur & P.O.- Sinhet, P.S-DADPUR, DIST-HOOGHLY, (W.B) PIN-712305 (0321)248-090, mail id:- prodhanharitgcp@gmail.com
Date:-18/1/2023
E-tender is invited by Prodhan Harit Gram Panchayat, Panjipukur, Sinhet, Hooghly for the below mentioned work . Intending Bonafide resourcefull contractor having 50% credentiaal for for NIT in similar nature of single work within last 3 years from the date of NIT as per Govt. rule against the NIT . All other information may be seen in the WB E-Tendering portal. 1. Fund-C.F.C.G. 15 TH F.C. , NIT No.-17/HGP/2022-23, Dt.-16/1/2023. Publish Date- 16/1/2023. Document Download Date -17/1/2023 at 12.00. 2. T23 Upto 5P.M. Date of submission of tender paper :- 17/1/2023 to 24/1/2023. Bid opening Date – 27/1/2023 at 11 AM. TENDER ID :- 2023_ZPHD_447320_1.2023_ZPHD_447320_2.
Sd/- Prodhan
Harit Gram Panchayat
RADHANAGAR GRAM PANCHAYAT Under JANGIPARA BLOCK P.O.: JAGALGOL, Dist.-HOOGHLY Notice Inviting Tender No. 50/15/TH FHC/2023, Tender ID:- 2023_ZPHD_447764, Date:- 17.01.2023 The Pradhan, Radhanagar Gram Panchayat invites e-Tender on behalf of Radhanagar Gram Panchayat for the work of Construction of CC Drain from Bablatla to Culvert at Krishnapur sansad 9 Fund. 15 th FC Tie. Time of completion: 45 Days. Date of Start of downloading the documents from 18.01.2023 at 10.30 AM up to 01.02.2023 at 1.00 PM. Date of closing of submission of Technical Bid & Financial Bid on 01.02.2023 up to 3.00 P.M. Date of Opening of Technical Bid (Online) on 03.02.2023 at 3.00 P.M. For more details please visit website https://www.wbtenders.gov.in Sd/- Prodhan Radhanagar Gram Panchayat Under Jangnipara Block

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দূরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ৫০ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৪ মাঘ, ১৪২৯

ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ

ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলেই আর্থদের আগমনের শুরু থেকে আলোচনা করতে হয়। এর আগে প্রকৃত ভারতের অবস্থা কী রকম ছিল তা ভাসাভাসা জানা যায়। তার কোনও বলিষ্ঠ ইতিহাস নেই। আর্থরা ভারতে আসার পর থেকে ইতিহাস সম্পর্কে সাম্যক জ্ঞান বৃদ্ধি পেতে থাকে। এবং সাহিত্য চর্চা বৃদ্ধি পায়। প্রাচীন ভারতের অবস্থা কি রকম ছিল তার কথা বিশদে জানতে গেলে আমাদের রামায়নের দ্বারস্থ হতে হয়। রামায়নের সূত্র ধরেই আমাদের আর্থ সমাজের সভ্যতার কীভাবে প্রসার লাভ করতে শুরু করেছিল তার বেশ খানিকটা আভাষ মিলতে পারে। তবে সময়ে সময়ে রামায়ণে বহু কল্প কথা মিশ্রিত হয়েছে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে এটা একটি মহাকাব্য। মহান সাহিত্যও বটে। ভারতের সভ্যতার বিকাশের ধারা এই দুই মহাকাব্যের মধ্যে নিহিত রয়েছে সেটা পরিস্কার। আজকে ভারত সম্পর্কে জানতে গেলে কোনও দেশের কাছে গিয়ে কারোর কাছে হাত পাততে হবে না। রামায়ণ এবং মহাভারত থেকে ভারতবর্ষের সভ্যতার বিকাশ সম্পর্কে ধারণা তৈরি হয়ে যাবে। রামায়ণকে আমরা দেখতে পেলাম এক একটি শিক্ষা ব্যবস্থা যা তপোবান শিক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে পরিচিত লাভ করেছে। তপোবানে তখন মুনি ঋষিরা শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্বভার গ্রহণ করতেন। তারা সেই সময়ে মুনি ঋষিদের এবং রাজপুত্রদের শিক্ষা দান করতেন। রাজপুত্ররা কীভাবে পরবর্তী সময়ে রাজা হয়ে রাজ ধর্ম পালন করবেন তার উপদেশ দিতেন এই সব মুনি ঋষিরা। তারপরে মহাভারতেও মুনি ঋষিরা রয়ছেন। কিন্তু সেখানে তপোবান শিক্ষা নেই। রয়েছে গৃহ শিক্ষক। রাজসভার পণ্ডিতেরা এই গৃহ শিক্ষকতা করতেন। রামায়নের কালে মুনি ঋষিরা রাজসভায় এসে উপস্থিত হতেন না। রাজা ঋয় উপস্থিত হতে তাদেরকে রাজসভায় আসার আবেদন নিবেদন করে আসতেন। এখন মুনি ঋষিরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে রাজসভায় এসে উপস্থিত হতেন এবং সমস্যার সমাধান করতেন। কিন্তু মহাভারতে দেখতে পেলাম মুনি ঋষিরা তপোবান ত্যাগ করে রাজগৃহে উপস্থিত হয়ে রাজপুত্রদের শিক্ষা দান করতে শুরু করে দিয়েছেন। রাজার পুত্ররাই ধনুর বিদ্যা গ্রহণ করতে পারতো। তাছাড়া আর কেউ ধনুর বিদ্যা গ্রহণ করার অধিকারী ছিল না। একমাত্র ব্যাধরা ছাড়া। তারা বনে জঙ্গলে শিকার করে বেড়াতো। তাই তাদেরকে ধনুর বিদ্যা গ্রহণ করতে হয়েছে। কিন্তু এছাড়া আর কেউ ধনুর বিদ্যা গ্রহণ করার অধিকারী ছিল না। তখন বর্ষাপ্রথম এসে গিয়েছে। চারটি বর্ষ চালু হয়ে গিয়েছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং সূত্র বর্ষ। এই চারটি বর্ষ সমাজে বসবাস করে সমাজ সেবায় নিযুক্ত থাকতেন। রাজার ধর্ম ছিল রাজত্ব শাসন করা। ব্রাহ্মণদের অধিকার ছিল পূজাপাঠ করা এবং শিক্ষা দান করা। ক্ষত্রিদের অধিকার ছিল রাজত্ব শাসন করা। বৈশ্যদের অধিকার ছিল ব্যবসা বাণিজ্য করা। আর্থিক উন্নতির দিকটার কথা চিন্তা করা। আর সূত্রদের অধিকার ছিল এই তিন শ্রেণি বর্ণদের সেবা করা। এর বাইরে আর কেউ যেতে পারতো না। বর্ণভেদে করে শ্রম দেওয়ার ব্যাপারে নিষ্কিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিল প্রাচীন ভারতীয় সমাজ। তবে এই চারটি বর্ণের মধ্যে কোনও ভেদবিভেদ ছিল না। সবাই কিন্তু একটি হয়ে বসবাস করতো। এই সভ্যতার বিকাশের চিত্র আমরা দেখতে পাই আর্থ সভ্যতার সূচনায়। তারপরে রামায়ণে আমরা দেখতে পেলাম যে আর্থ এসে উপস্থিত হয়ে অনার্যদের ধনুর বিদ্যাকে গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। আর্থরা খুবই কৌশলী ছিল। তারা কৌশল গ্রহণ করে অনার্যদের হাত থেকে ভারতবর্ষটাকে ছিনিয়ে নিয়েছিল তার দ্বিত্র আমরা দেখতে পেলাম রামায়ণে। রামকে আর্থ সমাজের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। আর অনার্যদের প্রতীক হচ্ছেন রাবণ। আর্থরা ভারতবর্ষ অধিকার অতি সহজে করতে পারেনি। তারা ক্রমাগত অনার্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করে ভারতবর্ষকে অধিকার করতে শুরু করে দিয়েছিল। আর্থরা আড়াল থেকে লড়াই করতো। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে অনার্যরা ধনুর বিদ্যায় পারদর্শি ছিল। তারা যে ধনুর বিদ্যায় পারদর্শি ছিল তার বড় প্রমাণ হচ্ছে বালি। বালিকে বধ করতে রাম গাছের আড়াল থেকে লড়াই করতেহয়েছিল। গাছের আড়াল থেকে বালির সঙ্গে লড়াই না করতে পারতে রামকে বালির হাতে নিহত হতে হতো। বালি যে ধনুর বিদ্যায় পারদর্শি ছিলেন সেটা কিন্তু কাব্যের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। তারপরে আসতে হচ্ছে মেঘনাদকে খনিতে তো মেরের আড়াল থেকে লড়াই করতে পারতে। শত্রুরা তাকে দেখতে পেতো না কোথা থেকে তিনি যুদ্ধ করছেন। কিন্তু আর্থ সমাজের প্রতিনিধি রাম কিন্তু খুবই কৌশলী ছিলেন। তারফলে মেঘনাদের মেয়ের আড়াল থেকে লড়াই করা সম্ভব হয়ে উঠে। যজ্ঞ স্থানে যখন দেবতা পূজার ব্যর্থ ছিলেন এবং একেবারে নিরস্ত্র ছিলেন তখন লক্ষণ গিয়ে তাঁকে হত্যা করে। নিরস্ত্র অবস্থায় মেঘনাদকে হত্যা করেছিলেন রামচন্দ্র। সেকথা রামায়নে লেখা রয়েছে। সীতা ছিলেন কৃষি বিদ্যার ধাত্রী দেবী। তিনি ভারতের কৃষি বিদ্যার প্রতীক। তিনি বর্ধি হয়েছিলেন রাণেশ্বর কাছে। রাবণের ইচ্ছা ছিল সোনার লঙ্কায় কৃষি বিদ্যার প্রসার ঘটাবেন। তাকে সেই বিদ্যা দেবেন ঋয় সীতা। কিন্তু সীতা কৃষি বিদ্যা বারণসে দিতে অস্বীকার করে। আর আর্থরা বুঝতে পেরেছিল কৃষি বিদ্যায় যদি অনার্যরা পারদর্শিতা অর্জন করতে পারে তাহলে কিন্তু আর্থদের ভাগ্যভাগ্য ভাগ্য করতে হবে। সেই কারণে সীতা কোনও রকমভাবেই অনার্যদের কৃষি বিদ্যা শেখাতে একেবারে নারাজ ছিলেন। দ্রুত সীতাকে উদ্ধার করার লক্ষ্য নিয়ে রামচন্দ্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কৃষি বিদ্যা যাতে রাবণ করায়ত্ত না করতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে শুরু করে দিয়েছিলেন রামচন্দ্র। সীতাকে পাওয়া গিয়েছিল কৃষি ক্ষেত্রে। সেখান থেকে সীতাকে উদ্ধার করা হয়। রামায়ণের প্রতিটি চরিত্রের এক একটি রূপক অর্থ রয়েছে। সেই সব রূপকদের অর্থকে পরিস্কার করে বুঝতে পারলে রামায়ণ আরও বেশি করে তথ্যনির্ভর হয়ে উঠতে থাকবে। রামায়ণকে বিশ্লেষণ করলেই আর্থ সভ্যতার বিকাশের ধারাটি প্রকাশ প্রকাশিত হতে থাকবে। তারপরে মহাভারতে দেখতে পেলাম আর্থ সভ্যতার বিকাশের চরম দিকটি। আর্থরা ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে খুব একটা শান্তিতে বসবাস করতে



আশ্বপ্রতিষ্ঠার তাগিদে যারা শক্তিমান হয় তারা শক্তির দপ্তে হংসলোককে অবমাননা করতে শুরু করে। চট্টকার ছাড়া অন্য লোককে তারা বরদাস্ত করতে পারে না। বহু লোক তাদের আচরণে অন্তরে অন্তরে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে আর তাই হয় তাদের কালা। অন্তত লোকের অন্তরে তাদের কোন আসন প্রতিষ্ঠিত হয় না.....

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, মা তারাপীঠ কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে শক্তিকে সঞ্চয় করে শরীরে ধারণ করতে হবে। শ্যামা মা তার সঠিক উপায় বলে দেনে। শক্তিকে কীভাবে এবং কোনও পথ ধরে পরিচালিত করলে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। শ্যামা মা হচ্ছেন শক্তিদায়িনী। জ্ঞানশক্তিদায়িনী। ভক্তিদায়িনী। তিনি অভয় দান করে থাকেন। ভক্তদের জাগ্রিত হতে হবে। একযোগে কাজ করতে হবে। মনের মধ্যে অপরাধবোধকে দূর করতে হবে। মায়ের সাধনা করতে হবে। তন্ত্র সাধনাই ধারা মাকে জয় করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই জয়ের শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন।

মধুসূদনের হাত ধরেই বাংলা কাব্য যে পুনরুজ্জীবন বিকশিত হয়েছিল তা আজকের এই বাংলা কাব্যের ধারাবিহকতার দিব্য প্রকাশ

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা

বাংলাদেশের যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার ‘কপোতাক্ষ নদে’র তীরে অবস্থিত সাগরদাঁড়ি গ্রামে ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি সোনার চামচ মুখে নিয়ে এই ধরামোহে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বাংলাসাহিত্যের মহাপুরুষ, বাংলা কাব্য প্রথম আধুনিক কবি, বাঙালির চেতনার প্রাণের কবি, অতীব প্রতিভাবান অমর কবি, অমিত্রাক্ষর ছন্দের বাংলা ভাষার প্রবর্তক এবং আধুনিক বাংলা কাব্যের মহান রূপকার মহাকবি মহীকল মধুসূদন দত্ত। বাঙালি কবি মধুসূদনের হাত ধরেই আজকের বাংলা কাব্যের আধুনিকতার ছোঁয়া পেয়েছে। বাংলা কাব্যে আধুনিকতা, বাংলা মহাকাব্যে বিপ্লবের সুবহুদ কুসংস্কার ধর্মক্ষতার প্রতিবাদে বিদ্রোহের আগ্নিশিখা কবি মধুসূদনের রচনায় খুব সচেতনভাবেই উঠে এসেছে। আর তাই বাংলা কাব্যে সাহিত্যে আধুনিকতা পেয়েছে। বিদ্রোহের প্রতিবাদের ভাষার চেতনার উন্মেষ কবি মধুসূদনের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মধ্যেই আলোকিত করেছে। এই বৃহত্তর ভারত উপমহাদেশে তৎকালীন ব্রিটিশ শাসনকালে আজকের বাংলাদেশ যশোর জেলার কেশবপুর থানার সাগরদাঁড়ি গ্রামের স্থানীয় প্রভাবশালী জমিদার পিতারাজনারায়ণ দত্ত আর মাতা মেহমম্মী জাহুবী দেবীর কলে আলোকিত করে, বহুমাত্রিক জ্ঞানের অধিকারী হয়ে প্রিয় কবি মধুসূদন দত্ত এই দুঃখকষ্ট সুখশান্তির গৃথিবীতে এসেছিলেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপূর্ব লীলাভূমি মনোরম পরিবেশ পাখি ডাকা ছায়া ঢাকা সাগরদাঁড়ি গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত বিখ্যাত ‘কপোতাক্ষ নদে’র সঙ্গে মিলেমিশে তার অমৃত সুখা সতত পানে গেছে শিশু মধুসূদন ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠেন। আজ কালের সাক্ষী হয়ে এখনো ঠাই দাঁড়িয়ে আছে মধুসূদনের স্মৃতি বিজড়িত কপোতাক্ষ নদ। অথচ এই কপোতাক্ষ নদের কলকে মায়ের পবিত্র দুধের সঙ্গে তুলনা করে কবি

মধুসূদন রচনা করেছিলেন তার বিখ্যাত সনেট কবিতা (চতুর্দশপদী কবিতা) ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতাটি। মূলত ‘কপোতাক্ষ নদ’ রচনা করে কবি মধুসূদন তার জন্মভূমির একটি নদীর এবং স্বদেশের প্রতি অপার প্রেম গভীর ভালোবাসা ও মমত্ববোধ দেখিয়েছেন এবং প্রকাশ করেছেন। এই কবিতায় স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ কৃতজ্ঞতারোধ মমত্ববোধের মধ্য দিয়ে কপোতাক্ষ নদের যে জল, তার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতাটি কবি মধুসূদনের অন্যান্য সনেট কবিতার মধ্যে বিখ্যাত এবং অন্যতমাকবি ‘কপোতাক্ষ নদ’ কবিতায় বলছেনসতত হে নদ, তুমি পড় মোর মনে,সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলসতত (যেমতি কলে নিশার স্বপনেশোনে মায়ায়ন্ত্রধ্বনি) তব কলকলেজুড়াই এ কান আমি আন্তরি ছলনেপিতা রাজনারায়ণ দত্তের কাছ থেকে শিশু মধুসূদন মেধা মনন জ্ঞান আহরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পাশাপাশি তিনি তার মাতা জাহুবী দেবীর কাছ থেকেই প্রথম রামায়ণ, মহাভারত পাঠ শিক্ষা নিয়েছিলেন। যা পরবর্তী কালে কবি প্রতিভা বিকাশে মেধা সমৃদ্ধিতে অত্যন্ত সেরনা যুগিয়েছিল।



পড়ার সময় রিচার্ডসন ও ডিরোজিও নামে দু’জন ইংরেজ পণ্ডিতের সঙ্গ পেয়েছিলেন এবং তাদের দ্বারা কবি ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। বলা হয়ে থাকে যে, কবি মধুসূদন তার এই প্রিয় দুই পণ্ডিতের অন্ধভক্ত ছিলেন।ছাত্র হিসেবে মধুসূদন বরাবরই ভালো ছিলেন, কৃতী ছাত্র হওয়াতে তিনি বৃত্তিও পেয়েছিলেন। এমনকি তিনি নীলা শিকার ওপর ভিত্তি করে বিগত ১৮৪২ সালে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। আর এই জন্য তিনি স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন। হিন্দু কলেজে পড়া অবস্থায় কবি মধুসূদনের জীবনে এক বাক পরিবর্তন হয়। তিনি ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিলেন। এ সময় কবির মনেপ্রাণে বিশ্বাস জন্মেছিল যে, ভবিষ্যতে বড় কবি হতে হলে ইংরেজি সাহিত্যচর্চার

কোনো বিকল্প নেই। আর তখন থেকেই তিনি ইংরেজি সাহিত্যকে মনেপ্রাণে প্রাণনা দিতে থাকেন এবং ইউরোপ বিড়ুইয়ে যাওয়ার জন্য মনস্থির করেন। শুধু কি তাই! কবি মধুসূদন এ সময় তাসো, ভার্জিল, হোমার ও মিলটনের মতো জগত্বিখ্যাত ইংরেজ কবি লেখকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং এসব কবির মতো তিনিও বড় কবি হবেন এ আকাঙ্ক্ষা মনেপ্রাণে বিশ্বাস এবং ধারণ করতেন।কবি মধুসূদন বিগত ১৮৪৩ সালে ৯ ফেব্রুয়ারি তার বাপদাদার ধর্ম হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিষ্টান ধর্মগ্রহণ করেন এবং নতুন করে মহীকল মধুসূদন দত্ত নাম ধারণ করেন। মূলত এই নতুন নামেই তিনি পরিচিত হন। এ সময় তিনি হিন্দু কলেজ ছাড়েন এবং কিছুদিন পরে কবি মধুসূদন কলকাতার শিবপুরে বিশপস কলেজে ভর্তি হন। এরপর বিশপস কলেজ ত্যাগ করে তিনি ১৮৪৮ সালে মাদ্রাজে চলে যান। সেখানে তিনি ‘মাদ্রাজ মেলঅর্কান এসাইলাস’ বিদ্যালয়ে ইংরেজি শিক্ষতার পদে চাকরি নেন। এখানেই কবি অবস্থায় তিনি ইংরেজিতে থাকতে ও প্রবন্ধ লিখে তার প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। ইংরেজিতে লেখা

ভারতের পরমাণু দীপাবলীর জন্য রাখা নেই- পাক ভূমিকিকে হুঁশিয়ারী

‘ভারতে প্রধানমন্ত্রী কী বলেছেন তা ইসলামবাদের শোনা উচিত’

রবীন্দ্রকুমার শীল্	
	
আর্থিক সঙ্কটে ভুগতে শুরু করে দিয়েছে পাকিস্তান। তার ওপরে রয়েছে খাদ্য সঙ্কট। পাকিস্তানে এখন গম নেই। গম না থাকলে পাক জনগণ একেবারে অসুবিধায় পড়তে শুরু করে দিয়েছে। গমের আকালের মূল কারণ হচ্ছে রশ ইউক্রেন যুদ্ধ। প্রায় একটি বছর হতে চললে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ। তার ফলে গমের অভাব দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে বিশ্বের সর্বত্র। বিশ্বের গমের সঙ্কট মোচন করতে ইউক্রেন। কিন্তু আর্থকে সেই ইউক্রেন যুদ্ধের কবলে পড়ে তারা এখন আত্মরক্ষা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।ফলে গম উৎপাদনের এপেরে আঘাত এসে পড়তে শুরু করেছে। রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেনের চুক্তি হয়েছে যে গমের কোনও জাহাজের ওপরে রাশিয়া আক্রমণ চালাবে না। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে গম বিশ্বের রাষ্ট্রগুলি না পেলে সেখানকার নাগরিকদের একেবারে অভুক্ত হয়ে থাকবে। মানবিক কারণে গামের জাহাজের ওপরে রশ আক্রমণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রাশিয়া এখন আর গমের জাহাজ লক্ষ্য করে ক্ষেপনাস্ত্র বর্ধন করে না। গমের অভাব দেখা দিতে শুরু করেছে আফ্রিকার দেশগুলিতে। ইউরোপের গমের অভাব দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। জালানি থেকে শুরু করে খাদ্যের অভাব দেখা দিয়েছে সর্বত্র। পাকিস্তানের যে গমের অভাব দেখা দেবে সেটা অনুভব করতে পেরেছিলেন প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। তিনি সেই কারণে তড়িঘড়ি করে রাশিয়াতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন রশ ইউক্রেন যুদ্ধ যাতে থামানো যেতে পারে। কিন্তু রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন তাঁর কথায় কোনও রকমভাবে কর্পপাত করেন না। তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছিলেন পাকিস্তানের গমের অভাব দেখা দিতে ভারতের সাহায্য গ্রহণ করতে পারে পাকিস্তান। ভারতে	

বজায় থাকলে আন্তর্জাতিক পাক আর্থিক সাহায্য একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। আন্তর্জাতিক ভারত বিরোধী রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণ করে পাকিস্তান বহু আর্থিক সহায়তা লাভ করতে থাকে। কিন্তু ভারতকে আর্থিক দিক দিয়ে পরাস্ত করতে পারেনি। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ভারতের শিক্ষপতিরা উদার মানসিকতা বহন করে বলে। উদার মানসিকতা বহণ করার ফলে সব দেশেই ভারতীয় শিল্পে প্রবেশাধিকার রয়ে গিয়েছে। ফলে ভারতীয় পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারকে একেবারে নষ্ট করে দিতে পারেনি কোনও শত্রু দেশ। পাকিস্তান ইচ্ছা করেই বহু বার তাদের প্রাকৃতি দুর্যোগের সময়ে ভারতের সাহায্যকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল। ভারত সেই সময়ে সীমান্ত খুলে দিয়েছিল যাতে করে পাক নাগরিকেরা ইচ্ছা করলে ভারতে প্রবেশ করে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সংগ্রহ করতে পারে। পাক দুর্যোগের সময়ে ভারত বারবার হাত প্রসারিত করেছিল মানবিক সাহায্য নিয়ে। কিন্তু পাকিস্তান প্রশাসন ভারতের এই আর্থিক এবং মানবিক সাহায্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। তার ফলে বহু পাকিস্তানের সাধারণ নাগরিকেরা অভুক্ত থাকে এবং শিশুরা পথ্য পাচ্ছিল না। ওষুধের অভাব দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছিল। চিকিৎসকের অভাব দেখা দিতে শুরু করেছিল। কিন্তু পাক প্রশাসন ভারত বৈরতাকে প্রাধান্য দিয়ে ভারতের সাহায্য গ্রহণ করতে একেবারে নারাজ ছিল। তার ফল ভোগ করেছে পাক নাগরিকেরা। আর আজকে সেটা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। ভারত বন্দনাকারী ইমরান খান এখন মোচার হতে শুরু করেছেন। পাকিস্তানির প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ কানও কথা বলতে পারছেন না। কীভাবে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে তার কোনও উপায় খুঁজে বের করতে পারছেন না। বিদেশ মন্ত্রী বিলাবল ভুট্টো আন্তর্জাতিক

সাহায্যের ওপরে বেশি করে জোর দিলেও এখন আর কোনও ইউরোপ দেশ পাকিস্তানকে সাহায্য দিতে নারাজ। সব দেশেরই আর্থিক এবং খাদ্য অভাব রয়েছে।করোনা সংক্রমণ এবং রশয়া ইউক্রেন যুদ্ধ বিশ্বকে একটি গভীর সঙ্কটে ফেলে দিয়েছে। তার হাত থেকে বের হয়ে আসতে পারছে না পাকিস্তান। ইউক্রেন যুদ্ধ থামলে গম সরবরাহ সমস্যা বিলুপ্ত হতো। কিন্তু সেটা সম্ভব হচ্ছে না। এদিকে চিনও পাকিস্তানকে খাদ্য সরবরাহ করতে পারছে না। কারণ চিন দেশের খাদ্যের অভাব রয়েছে। চিন দেশে এখন যে খ দ্য মজুত রয়েছে তাতে একটি বছর উৎপাদন না করলে হাতের চলেবে। তারপরে কী হবে তা নিয়ে চিন যথেষ্ট ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছে।সেই সময়চো চিন এখন কৃষি ব্যবস্থাকে উন্নত করার চেষ্টা করছে। পাকিস্তান কৃষি এবং শিল্প ব্যবস্থার দিকে না তাকিয়ে কেবল মাত্র ভারত বিরোধিতার মধ্যে দিয়ে তাদের আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে সীমাবদ্ধ রেখেছিল। আমেরিকা খাদ্য সাহায্য করতো। আফগানিস্তানেও আমেরিকা খ দ্য সাহায্য করতো। কিন্তু আমেরিকার খাদ্য সাহায্য গ্রহণ কালে পাকিস্তান নিজস্ব খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করার কোনও পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারেনি। ভারত যা করতে পেরেছিল তা কিন্তু পাকিস্তান করতে একেবারে অক্ষম হয়েছিল। পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল ততোলায় এবং বন্দুককে সঙ্গী করে। তার ফলে ভারতের বিগতদে হিংসার রাজনীতির অবহে পাকিস্তানির প্রশাসন ৭৫ বছর অতিক্রম করেছে। কিন্তু ভারত বারবার তাদের নিরস্ত্র উৎপাদনের ওপরে বেশি করে জোর দিয়েছে। তার ফলে পাঞ্জাব, হরিয়ানা থেকে শুরু করে প্রায় প্রতিটি রাজ্য খাদ্যের দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করেছে। পাকিস্তানে এত বেশি সঙ্কট তবুও তার মোকাবিলা করতে কোনও

শ্রমণপরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কৃক্ষণে আচরিকবি মধুসূদন যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন সে সময়ে বাংলা কাব্য জরাগ্রস্ত অবস্থার মধ্য দিয়ে কাল অতিবাহিত করছিল। বাংলাসাহিত্যিককে কবি মধুসূদনের আগমনে জরাগ্রস্ত বাংলা কাব্য মেনে গ্রাণ ফিরে পেল এবং নতুনরে ছোঁয়ার উদ্ভাসিত হলো। চরম সত্যটি এই যে, মধুসূদনের হাত ধরেই বাংলা কাব্য যে পুনরুজ্জীবন বিকশিত হয়েছিল তা আজকের এই বাংলা কাব্যের ধারাবিহকতার দিব্য প্রকাশ। কেননা, কবি মধুসূদনের নিরলস শ্রম ও আত্মপ্রচেষ্টায় বাংলা কাব্য ও সাহিত্য আজ অনেক অনেক বেশি সমৃদ্ধশালী হয়েছে। তিনি যেমন বাংলাসাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রষ্ঠা তেমনি আধুনিক বাংলা কাব্যের রূপকার। মহাকবি মধুসূদন মূলত একজন প্রতিভাবান কালজয়ী কবি। বাংলাসাহিত্যের যে বিষয়ের ওপর তিনি নজর দিয়েছেন সে বিষয়টি নতুনত্বের ছোঁয়া পেয়েছে এবং বিকশিত হয়ে ব্যাপক সমৃদ্ধি লাভ করেছে। আর তাই যুগপ্রস্টি ও আধুনিক বাংলাসাহিত্যের পথিকৃত কবি মহীকল মধুসূদন দত্ত আমাদের অহংকার, সৌরভ ও বাঙালি জাতীয় সত্তার ও চেতনার প্রতীক।১৮৬২ সালে ৯ জুন কবি মধুসূদন ব্যারিস্টারি পড়ার উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডে পাড়ি জমান। সেখানে তিনি ব্যারিস্টারি পড়ার সময়ে ভীষণভাবে এক অর্ধাকষ্টে পড়েছিলেন। তারপরেও তিনি আপন মোরার বলে এবং বহু চেষ্টার ফলে ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। শত অর্ধাকষ্ট তাকে তার এই ব্যারিস্টারি পড়তে এতটুকু বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। অবশ্য তার এই বিপদের সময়ে মনীষী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আর তাই তিনি আর্থিক দুর্বিপাক থেকে কড়াগন্ডায় পা পরানোর বদলে সক্ষম হয়েছিলেন।কবি ‘বঙ্গভাষা’ কবিতায় এভাবেই বলেছেন(হে বঙ্গ, ভাভারে তব বিবিধ রতনতা বহে, (অধোহা অধি!) অবলোকা করি,পরধনলোভে মত্ত, করিন্

আর এখন সেই ইমরান খান ভারত প্রেমিক হয়ে বর্তমান পাক সরকারকে আক্রমণ করতে শুরু করে দিয়েছে। ইমরান খান বলেছিলেন ভারতের কাছ থেকে মানবিকতা শিখতে হবে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারত অনেক বেশি উদার। ভারতের এই উদার রাজনীতির ফলে বিশ্বের অন্যতম সেরা শক্তিতে পরিণত হতে চলছে। ভারতের সমস্যা রয়েছে। কিন্তু কীভাবে সেই সব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে নিজ প্রচেষ্টায় জোর দেওয়া হয়ে থাকে। পাকিস্তান উদ্ধার করতে শুধু থালা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় না ভারত বিশ্বের দরবারে। ভারত নিজস্ব কায়দায় তার সমাধানের রাস্তা তৈরি করে ফেলে। মোরির বক্তব্যকে হারিয়ার করে ইমরান খান এখন বর্তমান পাক সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে শুরু বলেছে। বেশ কিছুদিন আগে পাকিস্তানের একজন মহিলা মন্ত্রী ভারতের দিকে তাক করে বলেছিলেন, ভারতকে স্বরণ রাখতে হবে যে পাকিস্তান পরমাণু শক্তির রাষ্ট্র। ভারত তার কথার কোনও উত্তর দেয়নি। সেই কথার উত্তর ভারত বহু দিন আগেই দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। এ ব্যাপারে একজন পাক সাংবাদিক বলেছেন যে ব্যাপারটা খুব মজার। ইমরান জামানায় মোদির বক্তৃতা এখন পিঠাওই বর্তমান পাক প্রশাসনের দিকে তাক করে ছুড়তে শুরু করে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ভিডিও পাকিস্তানে জনপ্রিয় হতে শুরু করেছে। এদিকে পাকিস্তান সরকারের কীভাবে বহু প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছিলেন,“ পাকিস্তানের হুমকিকে আমরা আর ভয় পাই না। এদের পরমাণু অস্ত্র থাকলে আমাদের পরমাণু অস্ত্রও দীপাবলির জন্য রাখা করছেন ইমরান খানের দলি তারে নেতা আজম খান সাদি। তিনি বলেছেন, ‘ভারতে প্রধানমন্ত্রী কী বলেছেন তা ইসলামবাদের শোনা উচিত’। কিন্তু ঘটনা হল মোদি যখন এই কথাগুলি বলেছিলেন তখন পাকিস্তানের মসনদে বসেছিলেন ইমরান খান।

বেড়ানো

কলকাতার কাছেই ছোট্ট অ্যামাজনের জঙ্গল

চলছে মাঘ মাস। তাই শীত রয়েছে বলা যেতেই পারে। তাই কোনও কিছু না ভেবে সোজা চলে আসতে পারেন ছোট্ট অ্যামাজনে। শীতের আমেজ নিয়ে জঙ্গলসাকারির মজা আলাদা ব্যাপার। হাতের কাছেই রয়েছে সেই সুযোগ। কলকাতা থেকে মাত্র ১০০ কিলোমিটার দূরে রয়েছে বিভূতিভূষণ অভয়ারণ্য। যা একেবারে অ্যামাজনের জঙ্গলের অনুভূতি দেবে আপনাদের। এই জঙ্গলের কাছেই আবার রয়েছে নীলকুটি সাহেবদের আশ্তানা। মনটা সেই ইতহাসের দিকে চলে যাবে। যদিও সেটার অবস্থা ভগ্নপ্রায়। কিন্তু বাংলার ইতিহাসের অনেকেই জানা হয়ে যাবে এখানে এলে। ঘরের কাছেই অ্যামাজনের জঙ্গল অ্যামাজনের জঙ্গলের কথা অনেকেই জানেন। সেই জঙ্গল বিশ্বের বৃহত্তম রেন ফরেস্ট। ব্রাজিলে মানুষ যান এই জঙ্গলের টানে। এই জঙ্গলকে কেন্দ্র করে একাধিক ছবিও তৈরি হয়েছে হলিউডে। সেই জঙ্গল হয়তো অনেকেই দেখে উঠতে পারেননি বা দেখেননি। তবে একানো এল সেই স্বাদও আশা করি

মোটামোট সুযোগ হবে। কলকাতা থেকে বেশি দূরেও নয় এই জঙ্গলটি। মাত্র ১০০ কিলোমিটার পথ। এই



অভয়ারণ্যে এলেই পেয়ে যাবেন অ্যামাজনের জঙ্গলে ঘোরার অনুভূতি। জনপ্রিয় বাংলা সাহিত্যিক বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে

এই অরণ্যের নামকরণ করা হয়েছে। আগে এর নাম ছিল পারমাদিন অভয়ারণ্য। জঙ্গলের বুক চিরে বয়ে



গিয়েছে ইছামতি নদী। বিভূতিভূষণের বড় প্রিয় ছিল ইছামতি নদী। এই নদীর পাড়ে বসেই অনেক রচনা করেছিলেন

মূল্য ১০০-১২০ টাকার মধ্যে। আবার অ্যামাজনের জঙ্গলের মতই ইছামতির দুই পাড় দিয়ে রয়েছে জঙ্গল। নদীপাড়ও এই জঙ্গল সফর

করা যায়। শীতকালে প্রচুর পাখি আসে এই জঙ্গলে। নীলকুটি সাহেবদের বাড়ি নীলকুটি সাহেবদের কথা সকলেই জানেন। বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বসত বাড়িও রয়েছে এই এলাকাতেই। এই নীলকুটি সাহােবদের অত্যাচারের কাহিনী সকলেই জানেন। রয়েছে বনগাঁর কাছেই বারাকপুর গ্রামে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বসত ভিটো। সেটির সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে। নীলকুটিটির অবস্থা একেবারেই ভগ্ন প্রায়। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেটি প্রায় ভেঙে পড়ছে। দেখে আসুন ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত। এই জঙ্গল সাফারি সেরে বেড়িয়ে আসতে পারেন পেট্রোপোল সীমান্ত। ভারতের সবচেয়ে বড় স্থলবন্দর এই পেট্রোপোল সীমান্ত। প্রতিদিন সূর্যোদ্যাবার আগে এখানে ভারত বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষী বাগিনীর প্যারেড হয়। ট্রেন বা সড়ক পথে বনগাঁ থেকে খুব কম সময়ের মধ্যেই পৌঁছানো যায় এই অভয়ারণ্যে। তবে আর দেরি নয়, চলে আসুন এখুনি।

বেড়াতে যাওয়ার এক আদর্শ সময় শীতকাল, আসুন উদয়পুরে

শীতকালে বেড়াতে যাওয়ার এক আদর্শ সময় বলে অনেকেই মনে করেন। এসময় প্রায় সকলেই ঘুরতে বেরিয়ে পরেন। দেশের মধ্যে কাছে পিঠে ঘুরতে যেতে প্রায় সকলেই পছন্দ করেন। খুব কম খরচে যদি পারেন এই জয়গায় ঘুরে নিজের চোখকে সার্থক করে নিন। যদি পারেন ঘুরে আসতে পারেন উদয়পুরে। তবে উদয়পুরে ঘুরতে গেলে আপনি কোন কোন জায়গা ঘুরে আসবেন জানেন কি। জেনে নিন- কারণ এই জয়গাগুলোর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এতটাই সুন্দর যে আপনাকে বিতের করে রাখবে। সিটি প্যালেস সিটি প্যালেস নামে নিশচই সকলেই শুনেনছেন। ১৫৫৯ সালে মহরানা উদয় মির্জা সিং এটি তৈরি করেছিলেন। এটি উদয়পুরে অবস্থিত। এই জয়গাটির ইতিহাসের অকে সাক্ষী রয়েছে। যারা এই উদয়পুর ঘুরতে যান তারাি কিন্তু সিটি প্যালেস ঘুরে আসেন। আদিও কিন্তু উদয়পুরে ঘুরতে গেলে অবশ্যই এখানে ঘুরবেন, না হলে আপনার উদয়পুর ঘোরা একেবারে থাা হয়ে যাবে। লেক পিচোলা- লেক পিচোলা উদয়পুরের সিটি প্যালেসেই নির্মিত।

১৯৬২ সালে কৃত্রিম উপায়ে এই লেকটি তৈরি করা হয়েছিল। যারা উদয়পুরে ঘুরতে যান যাবেন তারা অবশ্যই এই লেকে ঘুরে আসবেন। এখানে গেলে আপনি নৌকাও ছাড়াতে পারেন। সূর্যাস্তের সময় এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অসাধারণ হয়ে ওঠে। এখান দিয়ে যখন পাখীরা উড়ে যায় তখন অসাধারণ লাগে। তা দেখে আপনার মনে হবে আপনি যেন কোনও স্বপ্ন দেখছেন। তাছাড়াও সূর্যের আলো যখন লেকের জলে পড়ে লেকের জল চকচক করে ওঠে। স্বচ্ছ জলে নিজের মুখও আপনি দেখতে পাবেন। তাই পারলে উদয়পুরে লেক প্যালেস অন্যতম। যদি পারেন এই শীতেই আপনি ঘুরে আসুন। ফতেহ সাগর লেক- এটি রাজস্থানের সবচেয়ে সুন্দর লেকগুলির অন্যতম। তিনটি দ্বীপ নিয়ে গঠিত এটি। যেখানে আপনি

নৌকা চড়তে পারবেন। যদি আপনি এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে চান তাহলে সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় আপনি এখানে ঘুরতে আসবেন। কারণ সূর্য যখন



অস্ত যায় তখন পুরো শহরের যে দৃশ্য সেটি দেখতে আপনি মুগ্ধ হয়ে যাবেন। এই দৃশ্য থেকে আপনি চোখ ফেরাতে পারবেন না এটা নিশ্চিত। কুন্ডলগড় দুর্গ স্থাপত্য ও বিস্ময় থেকে ভাস্কর্য যদি আপনি দেখতে চান তাহলে এই কন্ডলগড় দুর্গে ঘুরে আসুন। যদি পারেন সিটি প্যালেস থেকে এটি আপনি ড্রাইভিং করে যেতে পারেন। কারণ এখানে

যাওয়ার দু’ধারের রাস্তায় ফুটে রয়েছে অসংখ্য গাছ।এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অসাধারণ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দেখার কারণেই মানুষ এখানে ঘুরতে আসেন। তাছাড়াও এই মন্দির খুব জপ্রত বলেই প্রচলিত রয়েছে। এই মন্দিরে ভগবান শিবের বাস আছে বলে মনে করা হয়। অনেকেই উম্মপুর যখন ঘুরতে আসেন, তখনই এই মন্দিরে আসেন। বহু বছরের পুরনো এই মন্দিরে এসে আপনি করে যান মনোবাসনা, তা পূরণ হবে নিশ্চিত। জগদীশ মন্দির ১৬৫১ সালে নির্মিত হয়েছিল এই জগদীশ মন্দিরটি উম্মপুরে স্থাপনও বিশ্বায়রর জয়গার মধ্যে এটি। এখানে অনেক খোদাই করা ও টেরাকোটার কাজ রয়েছে। এই মন্দিরে অনেক মানুষ দেশবিদেশ থেকেও ঘুরতে আসেন।

সেই সঙ্গে তারা দেবতার কাছে তাদের মনোবাসনাও পূর্ণ হবে। উম্মপুর সোলার অবজারভেটরি এশিয়ার সেরা সৌর পর্যবেক্ষণ এলাকায় হল উদয়পুর সোলার অবজারভেটরি। এটি ফতেহ সাগর লেকের ওপর অবস্থিত। এই লেকের চারপাশে জল রয়েছে। যদি পারেন এখানেক অবধি ঘুরে আসুন। কারণ এখানকার মনোরম শোভা অসাধারণ।

টংলা স্টেশনে রিমেট ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড প্রেডিকটিভ মেন্টোনেশ সিস্টেম স্থাপন



মালিগাঁও, ১৮ জানুয়ারি : জনগণের জন্য উন্নত ভবিষ্যৎ তৈরি করতে আরটিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই)এর ব্যবহার করার ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের লক্ষ্যে ভারতীয় রেলওয়ে সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের উপর তার হ্রাস করতে পরিকল্পনা ভিত্তিক রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা থেকে পূর্বানুমান ভিত্তিক রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থায়

স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে রঙিয়া ডিভিশনের অন্তর্গত টংলা স্টেশনে রিমেট ডায়াগনস্টিক আন্ড প্রেডিকটিভ মেন্টোনেশ সিস্টেম (আরডিপিএমএস) স্থাপন করা হয়েছে। সম্ভাব্য বিফলতার পূর্বানুমান দিতে সিগন্যালিং গিয়ারের নিরীক্ষণের জন্য এই আরডিপিএমএস প্রস্তুত করা হয়েছে। আরডিপিএমএসএর মূল লক্ষ্য হলো আগে থেকে সিগন্যালিং মেইটেনেন্স টিমকে উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করতে সাহায্য করার দ্বারা সিগন্যালিং গিয়ারের বিফলতা প্রতিরোধ করা। সিগন্যালিং উপকরণগুলি থেকে সেপারের মাধ্যমে সমস্ত রিয়েল টাইম ডেটা সংগ্রহ করা হয়, যা সিস্টেমটির সামগ্রিক নির্ভরযোগ্যতাকে ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। স্টেশনে স্থাপন করা বিভিন্ন সম্পদের অবস্থা ও উপযোগিতার নিরীক্ষা, রক্ষণাবেক্ষণ ও পূর্বাভাসকে সম্বজ করে তুলবে আরডিপিএমএস। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি রক্ষণাবেক্ষণের সময় ও ব্যয় হ্রাস করার ক্ষেত্রে এআই ভিত্তিক আরডিপিএমএস পূর্বাভাস প্রদান করবে এবং প্রতিরোধমূলক বিফলতার সত্তর্কতা প্রদান করবে। এর ফলে নিরাপদ ও সমর্থনীয় ট্রেন পরিচালনা করা যাবে। আগামী দিনে ব্রিজ ইত্যাদির মতো উত্তর পূর্বাঞ্চলের সমস্ত স্থায়ী সম্পদের জন্য এই ধরনের এআই ভিত্তিক রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবহার করা হবে। নির্দিষ্ট তালিকাধূ সূচি অনুযায়ী সিগন্যালিং গিয়ার রক্ষণাবেক্ষণের একটি প্রচলিত পদ্ধতি ছিল। পর্যায়ক্রমিক রক্ষণাবেক্ষণ। এই ব্যবস্থার জন্য কোডাল জীবনের উপর ভিত্তি করে ম্যানপাওয়ারের নিয়মিত নিযুক্তি ও সম্পদ প্রতিস্থাপন কার্যকলাপ প্রয়োজন। এটি একটি সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া, বায়বহুল বিষয় এবং সব স্টেশনে মেইটেনেন্স টিম ২৪ ঘণ্টা উপলব্ধ না থাকায় সংশোধনের সময়ও অধিকা নির্দেশযোগ্যতার উন্নয়নের জন্য ও সিস্টেম নিরীক্ষণ করতে আরডিপিএমএস প্রবর্তন করা হয়েছে।

হারিয়ে যাওয়া আইটেমটি পুনরুদ্ধার করে কমিউটারে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে

১৮ জানুয়ারি : ১৭.০১.২০২৩ তারিখে ১৪.৫৫ টায়, কাশীঘাটে নামার সময় একজন যাত্রী একটি ডিভেন ট্রেনে তার ব্যাগটি রেখে যান। তিনি অবিলম্বে স্টেশন মাস্টারের অফিসের সাহায্য চান। স্টেশন মাস্টার সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ কক্ষে জানান। কন্ট্রোল রুম থেকে বার্তা পাওয়ার পরে, মেট্রো রেল ভবনের নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ টালিগঞ্জ পোস্টকে সতর্ক করে। সেই মেট্রো তখন কবি নজরুল স্টেশনের কাছে আসছিল। কবি নজরুল মেট্রো স্টেশনে নিযুক্ত অনডিউটি আর্পিসএফ কর্মীরা অবিলম্বে আকশনে চলে যান এবং স্টেশনে পৌঁছালে ট্রেনে ওঠেন। অনেক খোঁজাবার পর তারা কানের মধ্যে থাকা ব্যাগটি ডালাভাবে পরীক্ষা করে কবি নজরুলের স্টেশন মাস্টারের অফিসে নিয়ে আসে। এই আইটেমটি প্রাপ্তির পরপরই, স্টেশন মাস্টার স্টেশন মাস্টারের অফিস থেকে এটি সংগ্রহ করার জন্য মালিকের কাছে অনুমোদন সহ স্টেশনের পার্থক্য ব্যান্ড্রুস সিস্টেমের মাধ্যমে বাবরার ঘোষণা করেছিলেন এবং সমস্ত স্টেশনে একটি নিয়ন্ত্রণ বার্তাও জানানো হয়েছিল। মার্কে মাঝে, অর্থাৎ প্রায় ১৬.২০ ঘটিকায় একজন ব্যক্তি স্টেশন মাস্টারের অফিসে এসে ব্যাগের মালিকানা দাবি করেন। সব আনুষ্ঠানিকতা মনে ব্যাগটি তার হাতে তুলে দেওয়া হয়। তিনি মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের সদয় সহযোগিতার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা নিশ্চিত করতে কাজ করছে সরকারঃ প্রধানমন্ত্রী



শ্যামল সান্যাল, ঢাকা,বাংলাদেশ, ১৮ জানুয়ারি : প্রধানমন্ত্রী শেখ হ া স ি ন া বলেছেন, তার স র ক া র জনগণের জন্য বি শ্দ্ ম া নের স্ব া স্ থ স ি স ত ব া নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছে।সবাই যাতে আন্তর্জাতিক মানের স্বাস্থ্যসেবা পায় তার জন্য আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি।’ সারাদেশের ১৬টি জেলায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আরও ৪৫টি কমিউনিটি ভিশন সেন্টারের উদ্বোধনকালে তিনি এ কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী ১৮ জানুয়ারি বুধবার তাঁর সরকার বাসভবন গণভবন থেকে ভার্চুয়াল তৃতীয় ধাপে এই কমিউনিটি ভিশন সেন্টারগুলোর উদ্বোধন করেন। যার মাধ্যমে এর সংখ্যা ১৩৫ এ পৌঁছেছে।তিনি ঢাকার শেরে বাংলা নগরস্থ জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হন। পাশাপাশি অনুষ্ঠানে ভেলার চরম্যাশন, বরুনার আমতলী, চট্টগ্রামের বাঁশখালী এবং কক্সবাজারের পেকুয়ার কমিউনিটি ভিশন কেন্দ্রগুলো ভার্চুয়াল সংযুক্ত ছিল। সেখানে তিনি উপকারভোগীদের সঙ্গে পরে মত বিনিময়ও করেন।প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের চট্টগ্রামে নবনির্মিত প্রধান কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন এবং এই কার্যালয়টি তাঁর দলের নীতি ও আদর্শ জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবে বলে আশা প্রকাশ করেন।৪৫টি কমিউনিটি ভিশন সেন্টার উদ্বোধনের পর তিনি বলেন যে, তিনি এর আগে দুই ধাপে ৯০টি কেন্দ্র উদ্বোধন করেছেন এবং সকল বাংলাদেশের মানুষকে বিনামূল্যে আধুনিক ও উন্নত চক্ষু চিকিৎসার আওতায় আনার জন্য পর্যায়ক্রমে সারাদেশে কমিউনিটি ভিশন সেন্টার নির্মাণের পরিকল্পনা তাঁর সরকারের রয়েছে। তিনি বলেন, ‘আমরা তৃণমূলে মানুষের দোর গোড়ায় চোখের মেডিকেলার পরিষেবা পৌছানোর ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিচ্ছি’। প্রধানমন্ত্রী বলেন, কমিউনিটি ভিশন সেন্টার থেকে চিকিৎসা নিয়ে অনেকেই অন্ধ হওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছেন।তিনি বলেন, ‘এটি একটি জাতি হিসাবে আমাদের জন্য বড় অনুর কারণ, অনেক মানুষ অন্ধত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছেন।’স্বাস্থ খাতেরে সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এবং সকল বিভাগে মেডিকেল বিশিবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা তাঁর সরকারের পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে।উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে (ডিএমসি) ৫ হাজার শয্যার হাসপাতালে উন্নীত করার পরিকল্পনা তার সরকারের রয়েছে।সরকার প্রধান বলেন, আমরা কোভিড১৯ মহামারি এবং রাশিয়াইউক্রেন যুদ্ধের কারণে ঢাকা মেডিকেল কলেজের মানোন্নয়ন স্বক্রোন্ত কাজ এখনও শুরু করতে পারিনি। আশা করছি শিগগিরই কাজ শুরু করবে।প্রধানমন্ত্রী প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপে এর আগে

৯০টি কমিউনিটি ভিশন সেন্টার খুলেছিলেন যা বিনামূল্যে আধুনিক ও উন্নত চোখের চিকিৎসা প্রদান করে দক্ষিণ এশিয়ায় রোল মডেল হয়ে উঠেছেন।নতুন চালু হওয়া কমিউনিটি ভিশন সেন্টারের মধ্যে বরিশাল বিভাগে ২০টি, চট্টগ্রাম বিভাগে ২০টি, রাজশাহী বিভাগে চারটি এবং খুলনা বিভাগে একটি রয়েছে।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব ড. মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন হাওলাদার।জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক ড. গোলাম মোস্তফা কমিউনিটি ভিশন সেন্টারের কার্যক্রম স্বাক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেন।অনুষ্ঠানে কমিউনিটি আই ভিশন সেন্টার থেকে বিনামূল্যে চোখের চিকিৎসা প্রদান স্বক্রোন্ত একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।কমিউনিটি ভিশন সেন্টার থেকে চোখের চিকিৎসা নিয়েছেন বিনামূল্যে চশমা পেয়েছেন হাজার হাজার মানুষ।প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘দীর্ঘ ২১ বছর পর ’৯৬ সালে প্রথমবারের মত সরকারে এসে তাঁর সরকার দলমত নির্বিশেষে সকলের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য সারাদেশে কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করলেও পরবর্তী বিএনপিজামায়াত জোট সরকার তা বন্ধ করে। গণেশ জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে ছিল তারা বলেছিল যে, এই কমিউনিটি ক্লিনিক চালু থাকলে এখান থেকে যারা চিকিৎসা সেবা নেবে তারা সবাই আওয়ামী লীগকেই ভোট দেবে। তারা ভোট পাবেনা, সেই ভয়ে এগুলো বন্ধ করে দেয়।’কি অতুত চিন্তা, আপনারা একটু বিবেচনা করেন, আমরা কিন্তু সেগুলো চিন্তা করিনি। কমিউনিটি ক্লিনিকের ক্ষেত্রে সবাই চিকিৎসা পাবে। যে আওয়ামী লীগকে ভোট দেবে সেও যেমন চিকিৎসা পাবে যে দেবে না সেও পাবে। কারণ, এটা আমি জনগণের জন্য করছি। আর জনগণের জন্য যে সেবা সোটা জনগণের হাতে পৌঁছে দেয়াই আমাদের লক্ষ’ সেটি সরকার তিনি২০০৯ সালে দ্বিতীয় বার সরকারে আসার পর থেকে তাঁর সরকারের প্রচেষ্টায় এখন পর্যন্ত সারাদেশে গড়ে ওঠা ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে মানুষ চিকিৎসা সেবাসহ বিনামূল্যে ঔষধ পাচ্ছে।সরকার প্রধান বলেন, পাশাপাশি সে সময় চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রে হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৮ হাজার, কিন্তু তাঁর সরকার ৬৭ হাজারে উন্নীত করেছে। ২২ হাজার চিকিৎসক ও ৪০ হাজার নার্স নিয়োগ দিয়েছে এবং স্বাস্থ্যকশী নিয়োগ, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরো সাইন্স হাসপাতাল, বিভিন্ন আধুনিক হাপাতাল, জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটসহ বিভিন্ন চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি শিশু হাসপাতালগুলোকে উন্নতকরণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা যুগোপযোগী করে দিচ্ছি।তিনি বলেন, এই শিশু হাসপাতাল আমাদের প্রেভেন্টা বিভাগে করা প্রয়োজন হবে আমি মনেকরি বা বিভাগীয় বিশিবিদ্যালয় ও হাসপাতালগুলোতে শিশুদের বিশেষ যত্ন ও চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। সেক্ষেত্রে বেসরকারি পর্যায়েও যেন হাসপাতাল গড়ে ওঠে। এ জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় সামগ্রীর থেকেও তাঁর সরকার ট্যাক্স কমিয়ে দিয়েছে বলে সেরসরকারি খাতেও অনেক উন্নতমানের হাসপাতাল তৈরি হচ্ছে।

কর্ণাটকে ১০ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ ও প্রকল্পের শিলান্যাসে মোদী

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার কর্ণাটকে যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওই দিন তিনি কর্ণাটকে ১০,৮০০ কোটি টাকারও বেশি



বিনিয়োগের কয়েকটি প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করবেন। পিআইবি সূত্রে এ খবর জানা গিয়েছে। কর্ণাটকের যে গ্রামগুলিকে ‘রাজস্ব গ্রাম’ বলে সম্প্রতি ঘোষণা করা হয়েছে সেখানকার প্রায় ৫০ হাজার সুফলভোগীর হাতে সম্পত্তির দলিল তুলে দেবেন তিনি। এছাড়াও, ‘জল জীবন মিশন’এর আওতায় তিনি শিলান্যাস করবেন একটি গ্রামীণ জল সরবরাহ প্রকল্পেরও। নারায়ণপুর লেফট ব্যান্ক ক্যানাল এক্সটেনশনের সংস্কার ও আধুনিকীকরণ প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। এর ফলে উপকৃত হবেন সংশ্লিষ্ট এলাকার ৮ লক্ষেরও বেশি কৃষিজীবী মানুষ।কর্ণাটকের দুটি গ্রিনফিল্ড মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের শিলান্যাসও করবেন তিনি। এই দুটি প্রকল্প সুরাট চেন্নাই এক্সপ্রেসওয়ের অন্তর্গত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কর্ণাটকের কালাবুর্গা, ইয়াদগিরি, রায়চুর, বিদার এবং বিজয়পুর জেলার ১,৪৭৫টি বসবাসের এলাকা সম্প্রতি নতুন ‘রাজস্ব গ্রাম’ রূপে চিহ্নিত ও ঘোষিত হয়েছে। যে সমস্ত সুফল গ্রহীতার হাতে প্রধানমন্ত্রী ওই দিন জমি, বাড়ি তথা সম্পত্তির দলিল তুলে দেবেন, তাঁদের অধিকাংশই প্রান্তিক স্তরের মানুষ। এছাড়াও, তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীভুক্তরাও রয়েছেন সুফল গ্রহীতাদের মধ্যে। এইভাবে জমির স্বত্ব তাঁদের হাতে তুলে দেওয়ার মাধ্যমে সেখানে পানীয় জল ও বিদ্যুতের যোগান এবং সড়ক নির্মাণের মতো সরকারি কর্মসূচির সুযোগ তাঁদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। অন্যদিকে, যে গ্রিনফিল্ড মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের শিলান্যাস করা হবে তা সুরাট চেন্নাই এক্সপ্রেসওয়ে রবার ছ’টি রাজ্যকে যুক্ত করেছে। রাজ্যগুলি হল - গুজরাত, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ু। এই মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প তৈরির মাধ্যমে মহাসড়কের ১,৬০০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যকে কমিয়ে ১,২৭০ কিলোমিটারে নিয়ে আসা হবে। এর ফলে এ মহাসড়ক দিয়ে যাতায়াতের ক্ষেত্রে সময়ের উল্লেখযোগ্য সাশ্রয় ঘটবে। এজন্য প্রকল্প খাতে ব্যয়ের মাত্রা দাঁড়াবে ২,১০০ কোটি টাকা।

প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন মহারাষ্ট্র যাবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৮ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার মহারাষ্ট্রে ৩৮,৮০০ কোটি টাকার কয়েকটি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পাশাপাশি বেশ কিছু টক্সরের উদ্বোধনও করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওই দিন মহারাষ্ট্রে মেট্রো রেললাইনের ২৫ এবং ৭ নম্বর অংশটি জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়াও, সাতটি নিকাশি প্রকল্প এবং কর্কট্রের রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনও করবেন তিনি। ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাসকে সংস্কারের মাধ্যমে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলার একটি প্রকল্পের শিলান্যাস হবে প্রধানমন্ত্রীর হাত দিয়ে। প্রধানমন্ত্রী ‘মুজাই ১ মোবাইল অ্যাপ’ এবং ন্যাশনাল কমন মোবিলিটি কার্ড (এনসিএমসি)এর সূচনা করবেন। অ্যাপটি ব্যবহারের মাধ্যমে ভ্রমণ বা যাতায়াত আরও সহজ হয়ে উঠবে বলে মনে করা হচ্ছে। মেট্রো স্টেশনগুলির প্রবেশ পথে এই অ্যাপ ব্যবহারযোগ্য এবং ইউপিআইএর মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে এর সাহায্যে টিকিটও কেনা যাবে। অন্যদিকে, ন্যাশনাল কমন মোবিলিটি কার্ড (এনসিএমসি) প্রাথমিকভাবে মেট্রো করিডরগুলিতে ব্যবহারযোগ্য। পরে তা বাস ও লোকাল ট্রেনে সফরের ক্ষেত্রেও কাজে লাগানো বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় যাত্রীদের একাধিক কার্ড বা নগদ অর্থ নিয়ে যাতায়াত করার প্রয়োজন হবে না। এনসিএমসি কার্ডটির সাহায্যে ক্রুত তা এবং স্বাস্থ্যসেবার সঙ্গে সফর করা যাবে। যুধবার পিআইবি সূত্রে এ খবর জানা গিয়েছে।

ইন্দোনেশিয়ায় শক্তিশালী ভূমিকম্প, কাঁপল ফিলিপিন্সও

জাকারতা, ১৮ জানুয়ারি : তীব্র ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ইন্দোনেশিয়া । ইন্দোনেশিয়ার সুলাওয়েসি দ্বীপে ৭ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে । স্থানীয় সময় বুধবার বেলা ১১টা ৬ মিনিটে দেশটিতে এ ভূকম্পন অনুভূত হয়। ইন্দোনেশিয়ায় আঘাত হানা এ ভূমিকম্প এতাইই শক্তিশালী ছিল যে প্রতিবেশী দেশ ফিলিপিন্সেও তা অনুভূত হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার জিওগ্রাফিক্স এজেন্সি জানিয়েছে, বুধবার ইন্দোনেশিয়ার সুলাওয়েসি দ্বীপে ভূমিকম্প হয়েছে।রিখটার স্কেলে তীব্রতা ছিল ৭। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল যাটির ৬৪ কিলোমিটার গভীরে এবং মেলাঙ্গুয়ান শহরের ১৪১ কিলোমিটার দক্ষিণপূর্বে। কেন্দ্রস্থলের নিকটবর্তী কিছু শহরে জোলাল কম্পন হয়েছে। আতঙ্কিত বাসিন্দারা বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আনেন। মালুকু দ্বীপপুঞ্জেও ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে বলে খবর। তবে সুমানির সম্ভাবনা নেই। উত্তর সুলাওয়েসির পুলিশ জানিয়েছে, তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। ওই ভূমিকম্পের পর ১০টি আফটারশক অনুভূত হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের সতর্ক থাকতে বলেছে প্রশাসন। প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহে ইন্দোনেশিয়ার তানিবার দ্বীপপুঞ্জে ৭.৬ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছিল। তারপর এদিন ফের জোলাল কম্পনে আতঙ্কিত হুড়িয়েছে।

নতুন টিভি সি ক্যাম্পেইন, ‘লেটটাইমওয়েট’উন্মোচন

১৮ জানুয়ারী : কিউ, হিন্দু ওয়ার্লি লিমিটেড হাউসের শীর্ষ স্থানীয় লাক্সরি বাথওয়ারব্র্যান্ড, ভারতীয় অভিনেত্রী এবং থিয়েটার শিল্পী আহানা কুমরাকে সম্মিত করে তার নতুন টিভি সি ক্যাম্পেইন, ‘লেটটাইমওয়েট’উন্মোচন করেছে। নতুন টিভি সিক্যাম্পেইনের সাথে, কিউ এর লক্ষ্য হল একটি লাক্সরি বাথওয়ার ব্র্যান্ড হিসেবে এরঅবস্থানকে শক্তিশালীকরা, যা ভোক্তাদের ডিজাইন এবং উদ্ভাবন মিশ্রিত ইউরোপীয় বার্খ লালুজ প্রদান করে। টিভিসি ছাড়াও, পিন্ট, ডিজিটাল, ওওএইচ, এবং ওটি টি প্ল্যাটফর্ম জুড়ে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের সাথে ফিল্মটির একীকরণ করা হবে।

পূর্ব সেন্ট্রাল রেলওয়ের উপর কাজের জন্য ট্রেনের ডাইভারশন

১৮ জানুয়ারিঃ পূর্ব সেন্ট্রাল রেলওয়ের উপর ধানবাদ ডিভিশনের কড়াইলা রোড, আনপাড়া এবং মিরচাথোরি স্টেশনে ননইন্টারলকিং কাজের কারণে, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে,১৯৪১৩ আহদাবাদ-কমকাটা এক্সপ্রেস এবং ১৩০২৬ তুপাল-হাওড়া এক্সপ্রেস (সমস্ত যাত্রা শুক ১৮.০১.২০২৩)। কাটনি মুরওয়ারা-কাটনি জংসাতনা-প্রাগাগাজ হেওকিপন্ডিত হয়ে ডাইভার্ট করা হবে। দীনদয়াল উপাধ্যায়-দেহরি অন সোনেগারওয়া রোডের পরিবর্তে কাটনি মুরওয়ারা সিংধাউলিচোপন হয়ে নির্ধারিত রুট।১৯৪৭ জবলপুর - হাওড়া শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেস এবং ১১৪৪৮ হাওড়া-জবলপুর শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেস (সকল যাত্রা ১৮.০১.২০২৩ তারিখে শুরু হয়) কাটনি দক্ষিণ-প্রাগাগাজ হেওকিং- পন্ডিত হয়ে ডাইভার্ট করা হবে। দীনদয়াল উপাধ্যায়-দেহরি অন সোনে-গারওয়া রোডের পরিবর্তে কাটনি দক্ষিণ-সিংধাউলি-চোপন হয়ে নির্ধারিত রুট। যাত্রীদের অসুবিধার জন্য গভীরভাবে দুঃখিত।

কমতাপুর রাজ্য গঠন

নিয়ে বৈঠকের সম্ভাবনা

গুয়াহাটি, ১৮ জানুয়ারি : কমতাপুর গঠন নিয়ে আগামী ২০ জানুয়ারি ত্রিাঞ্চিক বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে। প্রস্তাবিত কমতাপুরের প্রভাবশালী আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠকে অংশ নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। প্রস্তাবিত বৈঠকে অংশগ্রহণ করবে অসম সরকারও। বিশুদ্ধ একটি সূত্র এই খবর দিয়ে জানিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার চাইছে, আগামী ২৬ জানুয়ারি বা তার আগে দিল্লিতে কমতাপুর রাজ্য গঠন করতে চায়। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক কোচ রাজবংশী সংস্থার সভাপতি ভদ্রেশ্বর বর্গােক লেখা এক চিঠিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক নাকি স্পষ্ট করেছে, কোচবাহারের অংশ নিয়ে নতুন কোনেও রাজ্য তৈরির বিষয়ে ভারত সরকারের বিবেচনাধীন কোনেও প্রস্তাব নেই। তবে কোনেও খবরেই ব্যাপক প্রভাব এবং ভাবেরে ফেড়ারেল নীতির উপর সরাসরি কোনেও প্রভাব নেই। এদিকে চিঠি সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে আন্তর্জাতিক কোচ রাজবংশী অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বলেন, ‘কোচরাজবংশীর বহু পুরনো দাবির ভিত্তিতে কেন্দ্র কমতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশন (কে এলও)- এর সাথে আলোচনা করতে বলেছে, এর আমরা নিন্দা জানাই। আন্তর্জাতিক কোচারাজবংশী অ্যাসো সিয়েশন কেএলওএর মতো চরমপন্থী গোষ্ঠীকে সমর্থন করে না।’ সভাপতি ভদ্রেশ্বর বর্গা থেকে কোচ রাজবংশীরা জনসংখ্যাগতভাবে এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে আজও অবহেলিত। উল্লেখ্য, কমতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশন একটি নিষিদ্ধ জঙ্গি গোষ্ঠী পশ্চিম অসম এবং উত্তরবঙ্গে অতি সক্রিয়।

Name Change
I, SABIYA BEGUM (Old Name) W/o SK ABDUL AZIM residing at Vill& Po-Chhatta Kalikapur, PS-Moheshtala, Dist- 24 Pgs(S) Pin-741123, WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as) SABIYA BEGAM, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 18/01/2022.SABIYA BEGUM and SABIYA BEGAM both are same and one identical person.

Name Change
I, KHUSHI MONDAL (Old Name) S/o SURENDRA MONDAL residing at Vill& Po-Shyamkunda, Ratanmohan Pally, Po-Shyamkunda, PS-Jagadala, Dist-North 24 Parganas, WB India, I have changed my name (Shall henceforth be known as) KHUSHI MONDAL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 18/01/2022.KHUSHI MONDAL and KHUSHI MONDAL both are same and one identical person.

Name Change
I, BIMALA DEY (Old Name) W/o SHIVA SUBRAMANIAN residing at Cascades, 4 Flat-902, Unworld City, Main Arterial Road, Newtown Action area III, North 24 Parganas-700160 WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as) BIMALA DE SUBRAMANIAN, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore on 22/12/2022.BIMALA DEY and BIMALA DE SUBRAMANIAN both are same and one identical person.

Name Change
I, SUJOY CHANDRA BASU (Old Name) S/o BHUBAN CHANDRA BASU residing at Vill& PO-Ra-sulpur, PS-Memari, Dist-East Bardhaman, Pin-713151 WB India, I have changed my name(Shall henceforth be known as) BHUPATI BASU, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 18/01/2022.SUJOY CHANDRA BASU and BHUPATI BASU both are same and one identical person.

Name Change
I,Mohammad Fazlur Rahman Sardar (Old Name) S/o Samsuddin Fazlur residing at VILL-SIMULIA P.O SIMULIA PS- HASNABAD,NORTH 24 PARGANAS PIN- 743426, WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) Fazlur Rahman Sardar (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 16/01/2023.Mohammad Fazlur Rahman Sardar and Fazlur Rahman Sardar both are same and one identical person.

Name Change
I, Nepal Das (Old Name) S/o Sudhir Kumar Das residing at Su-longfurl Colony, ps-New Town North Twenty Four Parganas Pin-700159 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) Nepal Chandra Das vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 17/01/2023.Nepal Das and Nepal Chandra Das both are same and one identical person.

Name Change
I, Jamena Khatun (Old Name) D/o Rahumateulla Mallick residing at DakshinNarayanpur ps-Airport ,North Twenty Four Parganas Pin-700136 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name (Shall henceforth be known as) Jamena Bibi vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 17/01/2023.Jamena khatun and Jamena Bibi both are same and one identical person.

